ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-211 ■ 12 May, 2025 ■ আগরতলা ১২ মে, ২০২৫ ইং ■ ২৮ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় সেনা

“অপারেশন সিন্দুর” ছিল জঙ্গিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য, সাধারণ নাগরিকদের নয়

নয়াদিল্লি, ১১ মে ।। অপারেশন সিঁদুর এই অভিযান ছিল একটি নির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত সামরিক পদক্ষেপ, যার মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদে যুক্ত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া ও জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। রবিবার যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা ‘অপারেশন সিঁদুর’ সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন।

সেনার ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন্স লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই জানান, ভারতের সেনাবাহিনী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি ঘাঁটিতে সফলভাবে হামলা চালিয়ে ১০০-র বেশি জঙ্গিকে নিকেশ করেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ইউসুফ আজহার, আব্দুল মালিক রউফ এবং মুদাস্সির আহমেদ। তিনি নিশ্চিত করেন, এদের মধ্যে কেউ কেউ আইসি-৮১৪ বিমান অপহরণ ও পুলওয়ামা হামলায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

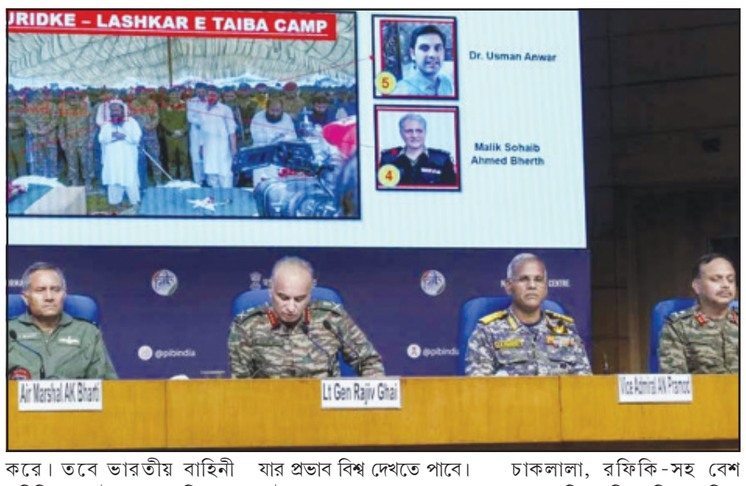

লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই জানান, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতের জনবহুল গ্রাম ও ধর্মীয় স্থান, বিশেষত গুরুদ্বারে হামলা চালানোর চেষ্টা করে। তবে ভারতীয় বাহিনী পরিমিত ও কৌশলগত প্রতিশোধ নিয়ে নাগরিক প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় সফল হয়েছে, বলে জানান তিনি।

এয়ার মার্শাল এ.কে. ভারতী সাংবাদিক সম্মেলনে বাহাওয়ালপুরে ধ্বংস হওয়া জঙ্গিঘাঁটির স্যাটেলাইট ছবি ও মুরিদকেতে হামলার পরে ধারণ করা ছবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই অভিযানে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে, যার প্রভাব বিশ্ব দেখতে পাবে।

ঘাই জানান, ৯-১০ মে রাতে পাকিস্তান ভারতীয় আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ড্রোন ও যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা চালায়। তবে অধিকাংশ হামলা প্রতিহত করা হয়েছে।

প্রতিরোধমূলক জবাবে ৭-১০ মে’র মধ্যে ৩৫-৪০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে বলে জানান তিনি।

এয়ার মার্শাল ভারতী বলেন, চাকলালা, রফিকি-সহ বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটিতে জবাবি হামলা চালানো হয়েছে। তিনি স্পষ্ট বলেন, ভারতের হাতে ঘাঁটিগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু ভারত পরিমিত ও দায়িত্বশীলভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী স্পষ্ট জানায়, পাক সেনা বা নাগরিকদের সঙ্গে ভারতের কোনও শত্রুতা নেই। ভারতের লড়াই কেবলমাত্র সীমান্ত পেরিয়ে পরিচালিত জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। পূর্ব নির্ধারিত তালিকাভুক্ত জঙ্গিদেরই নিশানা করা হয়েছে।

ঘাই জানান, শনিবার দুপুর ৩টা ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানের ডিজিএমও-র সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়, যেখানে উভয় পক্ষ ৫টা থেকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পাকিস্তান কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে।

শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত একাধিক ড্রোন হানার চেষ্টা চালানো হয়, যার সঠিক জবাব দেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষ বিরতি ভঙ্গের বিষয়ে হটলাইনে পাকিস্তানকে বার্তা পাঠানো হয়, এবং ঘাই জানান, ভবিষ্যতে যেকোনও ধরনের হানার জবাব দিতে সেনা কমান্ডারদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, সংঘর্ষ চলাকালীন ভারতের পাঁচজন সেনা সদস্য শহিদ হয়েছেন। এয়ার মার্শাল ভারতী জানান, জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করার মূল লক্ষ্য সফলভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং শিগগিরই এর প্রভাব আন্তর্জাতিক মঞ্চেও প্রতিফলিত হবে।

সিপিএম রাজ্য কমিটির সভায় সাধারণ সম্পাদক

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় প্রশ্ন তুললেন বেবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। দলের সাধারণ সম্পাদক দুই দেশের সরকারের মধ্যে তৃতীয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নাকগলানো মেনে নেওয়া যায় না। আজ আগরতলায় সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় প্রশ্ন তুলেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যে, সিপিআইএমের ২৪ তম পার্টি কংগ্রেসের পর দলের রাজ্য কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি, বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা।

এদিন বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এদিনের বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। এদিন বিরোধী দলনেতা জানান, রাজ্য কমিটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমাবর্তণ অনুষ্ঠান

মহাকাশ গবেষেণায় নর্থ ইস্টের পড়ুয়াদের প্রশংসা করলেন নারায়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। আজ লেম্বুছড়াস্থিত ফিসারি কলেজের ক্যাম্পাস হলে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ ভি. নারায়ণন আজ আগরতলার মৎস্য কলেজে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইম্ফলের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধিনস্থ ১৩টি কলেজ সহ ২৩টি রাজ্যের ১ হাজার ৫০০ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকাশ বিভাগের সচিব ড. ভি নারায়ণ।

তিনি ভাষণে ইসরোতে বাছাই হওয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। *দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ থামলেও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই চলতেই থাকবে। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।*

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করা হলেও পাকিস্তান তা লঙ্ঘনের চেষ্টা করেছে। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী তা সফলভাবে প্রতিহত করেছে। তিনি বলেন, সংঘর্ষবিরতির পরও পাকিস্তানের কার্যকলাপ উদ্বেগজনক। তবে ভারত সব ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত।

ডাঃ সাহা আরও বলেন, আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তা সময়ই বলবে। তবে দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রশ্নে ভারত কখনও আপস করবে না।

বিয়ের প্রস্তাবে অনিহা

নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১১ মে।। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সোনামুড়া থানাধীন ফকিরাদোলা গ্রামে। অভিযোগের তীর স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ফিরোজ মিয়ার পরিবারের দিকে।

অভিযোগ অনুযায়ী, উপ-প্রধানের ভাতিজা বিল্লাল মিয়া, পিতা আব্দুল রসিদ সম্প্রতি মতিনগর এলাকা থেকে ওই নাবালিকাকে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, কিছুদিন আগেই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নাবালিকা ও তার পরিবার তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপরই এই অপহরণের ঘটনা ঘটে বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার পর নাবালিকার পরিবার সোনামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তবে এখানেই শেষ নয়, অভিযোগ আরও গুরুতর।নাবালিকার পরিবারের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, আব্দুল রসিদ, থানায় আটক হলেও পঞ্চায়েত উপ-প্রধান ফিরোজ মিয়া নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাকে পুলিশি হেফাজত থেকে ছাড়িয়ে আনে। শুধু তাই নয়, পুরো ঘটনা ধামাচাপা দিতে এবং মামলা তুলে নিতে পরিবারকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ফিরোজ মিয়ার বিরুদ্ধে। ফলে পরিবার বর্তমানে চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

অন্যদিকে, মূল অভিযুক্ত বিল্লাল মিয়া ঘটনার পর থেকেই পলাতক। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত চলছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ না থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে নাবালিকাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হোক এবং প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ তদন্ত সুনিশ্চিত করে।

চুরাইবাড়িতে রহস্যজনক ভাবে নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ মে।। রহস্যজনকভাবে এক নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবারি থানাধীন খাদিমপাড়া এলাকায়।

উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানাধীন খাদিমপাড়া তিন নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা আব্দুল খালিকের নয় বছরের নাবালক পুত্র জামিল হোসেন শনিবার বিকালে নিজ বাড়ি থেকে খেলাধুলার জন্য বের হয়। এরপর আর বাড়ি ফিরে আসেনি। পরে তার মৃতদেহ রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয় নিজ বাড়ি থেকে কয়েক মিটার দূরবর্তি কৃষি ক্ষেতের এক জলাভুমিতে। চাঞ্চল্যকর এমন খবরে দলবল নিয়ে তদন্তে নামেন চুরাইবারি থানার এসআই প্রদীপ বর্মন।

পরবর্তীতে ঘটনাস্থল থেকে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে প্রেরন করে। আজ মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর আত্মীয় পরিজনদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। এদিকে মৃত নাবালকের কাকা সাবুল মিয়া সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরা মুখোমুখি হয়ে জানান নাবালকের মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। উনারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন ঘটনার সঠিক তদন্তের জন্য। উক্ত ঘটনায় এলাকা জুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আগরতলায় এসে নিখোঁজ মনুবাজারের ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ মে।। আগরতলায় এসে নিখোঁজ হয়ে গেলেন মনু বাজারের পরিচিত ব্যবসায়ী অর্জুন বণিক। গত ৯ মে সকাল ৮টা ১০ মিনিটে সাব্রুম-আগরতলা ডেমো স্পেশাল ট্রেনে দোকানের সামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। এরপর থেকে আর তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। অর্জুন বণিক ‘কালিমাতা স্টোরস-এর মালিক। তাঁর ছোট ভাই স্বদেশ বণিক জানিয়েছেন, ওইদিন দুপুর ২টা ৩০ মিনিট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আচমকা জলে ভেসে উঠা চড়ক গাছ নিয়ে দেওছরায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। ৩৫ বছর পর দেওছড়ায় ভেসে উঠলো চড়ক গাছ, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উত্তর জেলার দেওছড়া এলাকায় হঠাৎ করেই পুকুরে ভেসে উঠেছে একটি চড়ক গাছ। এই ঘটনা ৩৫ বছর পর ঘটায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই গ্রামের এক ব্যক্তি পুকুরে মাছ ধরার সময় আচমকা পুকুরের জলে একটি গাছ দেখতে পান, পরবর্তীতে গাছটিতে টান দিয়ে দেখতে পান বহু পুরাতন চড়ক গাছ এটি। চড়ক গাছটি জলের উপর ভেসে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় ৩৫ বছর আগে দেওছড়া গ্রামে শেষবারের মতো চড়ক পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর চড়ক পূজা পালন হয়নি এই এলাকায়। হঠাৎ করে এই গাছ ভেসে ওঠায় অনেকেই একে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করছেন। কেউ কেউ আবার এটিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবেও ব্যাখ্যা করছেন। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, “এই গাছটা অনেকটা সেই পুরোনো চড়ক গাছের মতোই দেখতে। এটা যেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১১ মে ।। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ দেশের একাধিক অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত এবং তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা-তে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা**-র কিছু অংশে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এছাড়াও, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও তামিলনাড়ু**-র কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে গরম ও আর্দ আবহাওয়া বিরাজ করবে বলে জানিয়েছে আইএমডি। কর্নাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, আসাম এবং আশেপাশের বিভিন্ন রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলেও সতর্কতা জারি হয়েছে।

আজ দিল্লিতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজধানীর পরিস্থিতি হবে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, হালকা বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা, ঝড়ো হাওয়া: গতি ৩০---৪০ কিমি/ঘণ্টা, বজ্রঝড়ের সময়সীমায় সাময়িকভাবে ৫০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়তে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭---৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪---২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। সাধারণ মানুষকে আবহাওয়া বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা,১২ মে, ২০২৫ ইং
২৮ বৈশাখ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কোণঠাসা করতে পদক্ষেপ

কথা ও কাজে মিল নাই পাকিস্তানের। কথার খেলাপ করিয়া রীতিমতো রেকর্ড করিয়াছে পাকিস্তান। স্বাভাবিক কারণে ভারতকে এসব বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইতেছে। দেশের অখণ্ডটা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাগিদে সমগ্র দেশবাসী ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করিতে এবার বড় পদক্ষেপ ভারতের। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জঙ্গির দেশ পাকিস্তানের পর্দাফাঁস করিতে চলিয়াছে নয়াদিল্লি। পহেলগাঁও-সহ ভারতের মাটিতে একাধিক জঙ্গি হামলার ঘটনায় যে সরাসরি পাকিস্তানের হাত রহিয়াছে, রাষ্ট্রসংঘে সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রমাণ তুলিয়া ধরিবে ভারতের তরফে। আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসিতে চলিয়াছে। সেখানে জঙ্গি হামলায় পাকযোগের সমস্ত প্রমাণ পেশ করিবার জন্য একটি বিশেষ দল পাঠাইতেছে ভারত সরকার। গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতে চলা জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ২৮জনের। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, এই হামলায় অংশ নেওয়া জঙ্গিদের দুজন পাকিস্তানের। হামলার দায়ও নেয় লস্কর ই তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। এই অবস্থায় পাকিস্মানের মাটিতে সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘরে হামলা চালায় ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ৯টি জায়গায় জঙ্গিদের হেড কোয়ার্টার গুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেনা ও আইএসআই-এর লালন করছিল সেই সন্ত্রাসের কারখানা। সেই যুদ্ধ বিরতি চলিয়াছে দুই দেশের মধ্যে। এই অবস্থার মাঝেই এবার বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের পর্দাফাঁস করিতে তৎপরাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ নিষেধাজ্ঞা কমিটির আসন্ন বৈঠকে পাকিস্তানের যন্ত্রাস যোগের সমস্ত তথ্য প্রমাণ তুলিয়া ধরা হইবে। আগামী সপ্তাহে হতে চলা এই বৈঠকে অংশ নেবেন ভারতের উচ্চপর্য্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল। যাঁহাদের লক্ষ্য হইবে পাকিস্তানের মদতে জইশ ই মহম্মদ, লস্কর ই তইবার মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ। এই সংগঠনগুলি ভারতের মাটিতে একাধিক জঙ্গি হামলায় যুক্ত।

উল্লেখ্য, এর আগেও বহুবার পাকিস্তানকে বিশ্ব সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে ভারত। অভিযোগ করা হয়, রাষ্ট্রসংঘের তালিকাভুক্ত ২০টির বেশী জঙ্গি সংগঠনকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসে মদত দিতেছে ওরা। সন্ত্রাসবাদে পাক যোগের এই বিষয়টিকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। এর আগেও পাকভূম থেকে পরিচালিত একাধিক জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব পেশ করিয়াছে ভারত। যদিও বারবার পাকিস্তানের সহায় হইয়া উঠিয়াছে চিন। উদাহরণস্বরূপ ২৬/১১ হামলার পর মূল ষড়যন্ত্রী সাজিদ মীরকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণার প্রস্তাব দিয়াছিল ভারত। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ এইসব বিষয়ে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। ফলে ভারত আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু চীনের প্রতি পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর বড় ধন্যবাদ, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির পরিপ্রেক্ষিতে বার্তা

ইসলামাবাদ, ১১ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সাময়িক সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ শনিবার চীনকে "সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু" আখ্যা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তার বক্তব্যে চীনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শরিফ বলেন, "আমার আজকের ভাষণ অসম্পূর্ণ থাকবে যদি আমি আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু, চীনের কথা না বলি।"

প্রধানমন্ত্রী শরিফ জানান, "গত ৫৮ বছর ধরে পাকিস্তানের পাশে থাকার জন্য আমি চীনের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং জনগণের প্রতি অন্তরের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

শেহবাজ শরিফ আরও জানান, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক এবং ইরানকেও ধন্যবাদ জানান।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এদিন এক টেলিফোন সংলাপে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশাক দারকে আশ্বস্ত করে বলেন, "চীন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় পাশে থাকবে।" চীনের পররাষ্ট্র দফতরের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, চীন পাকিস্তানের 'সর্বমৌসুমী কৌশলগত সহযোগী' এবং 'লোহা-বন্ধু' হিসেবে পাশে থাকবে।

যদিও এ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শনিবার গভীর রাতে পাকিস্তান আবারও সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়।

উল্লেখ্য, এপ্রিল ২২ তারিখে কাশ্মীরের পাহেলগামে একটি সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন, যাদের অধিকাংশই পর্যটক, নিহত হন। সেই ঘটনার পর চীন তখন দুই পক্ষকে সংযত থাকতে এবং উত্তেজনা কমাতে আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় অভিযানের সমালোচনায় চীন পাকিস্তানের পক্ষে কূটনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে।

মুসলিম তকমায় 'অচ্ছুৎ' নজরুল ছিলেন মা কালীর উপাসক

বিশ্বদীপ দে: 'আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী।' আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এমন কথা যিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর নাম নজরুল ইসলাম। ২৩ নভেম্বর, ১৯২২। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক নজরুলকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরের বছরের শুরুতেই বিচারাধীন বন্দি হিসেবে তিনি আদালতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা 'রাজবন্দির জবানবন্দি' হিসেবে বিখ্যাত। এই লেখার শুরুতেই যে কয়েকটি বাক্য তুলে ধরা হল তা ওই জবানবন্দিরই অংশ। ২৭ জানুয়ারির সংখ্যায় 'ধূমকেতু'র পাতায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। এক শতাব্দী পেরিয়ে এসে নতুন করে নজরুলের সেই জবানবন্দি যেন মহাকালের মন্দিরা হয়ে বেজে উঠছে। সম্প্রতি নবদ্বীপের রাধারাণী মন্দিরের হিন্দু নাটমন্দিরে যা ঘটেছে, তারপর বাঙালির বোধহয় ফের একবার নতুন করে নজরুলকে উপলব্ধি করা দরকার হয়ে পড়েছে।

নাটমন্দিরে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা চলাকালীন 'মুসলমান' নজরুলের ছবি সেখানে রাখা যাবে না- এমন নিদান নাকি খোদ মন্দির কমিটিরই! তবে তারা হয়তো বুঝতে পারেনি বিতর্কের ঝড় কতটা ব্যাপক হতে চলেছে। পরে ঢেঁক গিলে ক্ষমা চেয়ে নিলেও এত সহজে এই উদ্বেগ থেকে মুক্তি নেই আমাদের। নজরুলকেও তাহলে ধর্মের নিক্তিতে বিচার করতে হবে! তাও জাত-ধর্মের আগল ভেঙে ফেলা ভক্তি আন্দোলনের জনক শ্রীচৈতন্যের জনপদে! এক আশ্চর্য আঁধারে দাঁড়িয়ে গুলিয়ে দেওয়ার এই খেলাকে সম্যক বুঝে নিয়ে সাবধান হওয়া আশু প্রয়োজন। এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে। এরপর কত কী যে হারিয়ে ফেলব!

রেকর্ড সময়ে নির্মাণ নয়া সংসদ ভবনের, বয়কট নয়, প্রশংসা করুন, বিরোধীদের বললেন গুলাম নবিগ্ন

অথচ নজরুল। সাম্প্রদায়িক বিভেদের জিগির যাঁরা তোলেন, তাঁদের সামনে এক অনতিক্রম্য হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাঁকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র পাতায় চোখ রাখলেই বোঝা যাবে এক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীকে। ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচারে কুঁকড়ে যাওয়া এক জাতিকে জাগিয়ে তুলতে এমনই মহামানবকেই সেই সময় প্রয়োজন ছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাজী নজরুল ইসলাম' নামের এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'এই জীবনকে বলা উচিত মহাজীবন। কারণ এর মধ্যে লুকানো রয়েছে একটি সনাতন তপস্যা। সে তপস্যা কবিযশ নয় সে তপস্যা ঈশ্বরকে জানার তপস্যা। সৃষ্টির আদিম প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে তপস্যা- এ তপস্যা তাই।'

'অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলির নামের দিকে দেখলেই চোখে পড়বে একদিকে 'কোরবানি', 'মোহররম', 'শাত-ইল-আরব'-, অন্যদিকে 'আগমণী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা'- ইসলামিক ও হিন্দু শব্দের এই বৈচিত্র লক্ষণীয়। যা বুঝিয়ে দেয়, শুরু থেকেই জাতি-ধর্মের বেড়া ভেঙে সবকিছুকে সঙ্গে করেই এগিয়ে চলতে চেয়েছেন বছর তেইশের নজরুল। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল বলেছিলেন, 'মম এক-হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী/ আর হাতে রণ-তূর্য'। অর্থাৎ একদিকে নিপীড়িত জাতিকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র বুনছেন তিনি। অন্যদিকে সেই তিনিই লিখছেন, 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই/ যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'

সেই মানুষটি আবার জগন্মাতার উপাসনায় লিখতে বসছেন শ্যামাসংগীতও। লিখছেন 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে' অথবা 'কালো রূপে মন ভুলালে কালোকে আয় বাসবি ভাল' বা 'শ্মশানে জাগিছে'র মতো গান। প্রায় আড়াইশোটি শ্যামাসংগীত। রামপ্রসাদ সেন ছাড়া সম্ভবত এতগুলি শ্যামাসংগীত আর কেউ লেখেননি। গান লেখাই কেবল নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে কালীসাধনা ও করতেন নজরুল। আসলে স্ত্রীর অসুস্থতা ও ছেলে বুলবুলের অকালপ্রয়াণে আরও বেশি করে নিজেকে মা কালীর চরণে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। এই ভক্তির পিছনে সম্ভবত বড় প্রভাব ছিল লালগোলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের। তন্ত্রসাধক এই মানুষটির সাহচর্যেই নজরুলের মনের ভিতরে আরও বেশি করে বিকশিত হয়েছিল কালীভক্তি। এরই পাশাপাশি অবশ্য নজরুল বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর তত্ত্ব। গান লিখেছেন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েও।

ধর্মবিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়েই মানবপ্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণীই যেন রচনা করতে চেয়েছেন আমাদের 'বিদ্রোহী' কবি। এই 'বিদ্রোহী' তকমাটি অবশ্য নজরুলকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ভিতরে বেঁধে রাখতে চায়। তিনি যে কেবল বিদ্রোহী নন। তিনি প্রেমিক, তিনি ধর্মপ্রাণ এক মানুষ। তাঁকে সামগ্রিকতায় বিচার করলে বোঝা যায়, কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছেন তিনি। অথচ মাত্র ২৩ বছরের সাহিত্যিক জীবন তাঁর। এত অল্প সময়ে এই বৈচিত্র অভাবনীয়। তেমনই অভাবনীয় এই মানুষটিকে স্রেফ 'মুসলমান' তকমায় আটকে রাখার ঘৃণ্য প্রবণতা। মনে পড়ে যায়, পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশ) একসময় নজরুলের কবিতার 'পাকিস্তানি সংস্করণ' প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেসব শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৯ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নিকো নজরুল'। এই অমোঘ উচ্চারণেই ধরা আছে বাঙালির কাছে নজরুলের আসল ছবিটা।

যদিও সেই ছবিই যে একমাত্র নয়, তা বুঝতে মনে রাখা দরকার ১৯৭৬ সালে অন্নদাশঙ্করই অভিমানভরে লিখেছিলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ এতকাল পরে ধর্মের নামে/ ভাগ হয়ে গেল নজরুল।' সেই ভুল আমাদের এখনও ভাঙেনি বুঝি। প্রায় পাঁচ দশক পেরিয়ে এসে না হলে নিদান দেওয়া হয়, নজরুলের ছবিতে মাল্যদান করা যাবে না। কেননা তিনি ভিন্ন ধর্মের মানুষ! 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম' তাহলে নিছকই লিখে ফেলেছিলেন তিনি? এমন বিশ্বাস বাঙালির শিকড়ে পুঁতে দেওয়ার অপপ্রয়াস অবশ্য এত সহজে সফল হবে না। বিতর্কের অব্যবহিত পরেই ওঠা প্রতিবাদের ঝড় অন্তত সেই আশ্বাসটুকু দিচ্ছে।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের লেখা প্রবন্ধ 'কবি নজরুলের ধ্যানে দেশ-মাতৃকা ও জগন্মাতা'য় পাচ্ছি নজরুলের বক্তব্য, 'আমার চিন্তায় বেদান্তদর্শনের প্রভাব রয়েছে। বেদান্ত বলেন, জীব মাত্রেই ব্রহ্ম। মানুষ যখন নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানতে পারে, তখনই সে মুক্ত হয়ে যায়।' এই মুক্তিই ছিল তাঁর অভীষ্ট। এই মুক্তিই ছিল তাঁর পথ। হিন্দু-মুসলমান বা নারী-পুরুষ কোনও বিভেদের ঘেরাটোপকেই মানতে চাননি তিনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্মৃতিকথার উল্লেখ আগে করা হয়েছে, সেখানে রয়েছে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা। ১৯৪০ সাল। পুজোর পরই পুত্রহারা হয়েছেন তারাশঙ্কর। সেইদিনই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন নজরুল। দু'জনের মধ্যে সেই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। তারাশঙ্কর লিখছেন, 'পরদিন কাজী সাহেব আমাদের গ্রামের ফুল্লরা দেবীর (মহাপীঠ রূপে খ্যাত) স্থানে গেলেন। এবং মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের উপর পদ্মাসন হয়ে বসে প্রাণায়াম সহযোগে যে জপ করেছিলেন তা দেখে একথা বলব যে এই ব্যক্তি এক আশ্চর্য চরিত্র ব্যক্তি'। এই নজরুল আমাদের রক্তের ভিতরে মিশে রয়েছেন আলোয় উদ্ভাসিত উত্তরাধিকার হয়ে। 'রাজবন্দির জবানবন্দি'র এক অংশে সদ্য তরুণ নজরুল জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'রাজার বাণী বুদ্বুদ আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।' সেই সমুদ্র বাঙালির চেতনায় জেগে থাকুক। নজরুলের ছবি সরিয়ে নেওয়ার পর সেখানে সৃষ্টি হওয়া শূন্যস্থানকে ভাসিয়ে এই কঠিন সময়ে তাঁর বাণী আমাদের আলোর দিকে নিয়ে যাক।

তিনি প্রেম দিতে এসেছিলেন প্রেম নিতে এসেছিলেন

তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাতি পেলেও প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতা ও গানে প্রবলভাবেই উপস্থিত। বিদ্রোহীর মনেও যে প্রেম আছে, তারও যে প্রিয়ার খোঁপায় তারার ফুল গুঁজে দিতে সাধ জাগে তা-তো নজরুলের রচনা পাঠেই জানা যায় বিভুরঞ্জন সরকার

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমাদের মাতামতি কি শুধু জন্ম কিংবা মৃত্যু দিনে এসে সীমিত হয়ে পড়বে? কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির সৃষ্টিকর্ম নিয়ে যেভাবে আলোচনা হওয়া উচিত, যেভাবে চর্চা হওয়া উচিত তা কি সত্যি আমাদের দেশে হচ্ছে? আমরা সাহিত্যকে বেধে ফেলছি সংকীর্ণ চিন্তার জালে। নজরুলকে জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েই আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের আর কিছু করণীয় নেই। কেউ বলতে পারেন, তা কেন, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কেউ ইচ্ছে করলে নজরুলকে নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। কেউ তো কাউকে বাধা দিচ্ছে না।

আচ্ছা, বেহুদা কথায় সময় নষ্ট না করে দেখা যাক, কাজী নজরুল আসলে কেমন ছিলেন? কী ছিল তার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এটা হয়তো সবারই জানা যে ১১ জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। বাংলা ১৩০৬ সনের এই দিনে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের চুরুলিয়ায় তাঁর জন্ম। নজরুলের বাবা কাজী ফকির আহমেদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাজারের খাদেম। নজরুলও একেবারে ছোটবেলায়ই মসজিদে মোয়াজ্জিনের কাজ করেছেন। মাত্র ৯ বছর বয়সে ১৯০৮ সালে বাবার মৃত্যুর পর নজরুলের পরিবার চরম অভাব-অনটনে পড়লে তাঁর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়, মাত্র ১০ বছর বয়সেই তাঁকে জীবিকার জন্য কাজে নামতে হয়। তাঁর ছোটবেলার ডাক নাম দুখু মিয়া। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে তাঁকে। লেটোর দলে কাজ করেছেন, রুটির কারখানায় কাজ করেছেন, সৈনিকের জীবনও বেছে নিয়েছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৯তম বাঙালি রেজিমেন্টে হাবিলদার পদে চাকরি করেছেন। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথাও অন্য কোনো খানে' এই অস্থিরতা, চঞ্চলতাই যেন ছিল নজরুল জীবনের বৈশিষ্ট্য। কবি হিসেবে বেশি খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি, গীতিকার, সুরকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সম্পাদক ছাড়াও রাজনীতিতেও জড়িয়েছিলেন।

তিনি সৃষ্টিশীল ছিলেন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। ওই বছরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক চিকিৎসা ও চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হৃদয় জুড়ে ছিল কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় নজরুলকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে আসার পর কবির চিকিৎসা, যত্নআত্তির অভাব না হলেও তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ঢাকায় বাংলা ১৩৮৩ সনের ১২ ভাদ্র (২৯ অগাস্ট, ১০৭৬)। মসজিদের পাশে তাকে কবর দেওয়ার কথা তাঁর একটি কবিতায় আছে। তাই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়েছে। এ থেকে কারও মনে হতে পারে যে নজরুল বুঝি খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন অথবা তার সাহিত্যের মূল উপজীব্য বুঝি ছিল ইসলাম ধর্ম।

না, নজরুল মোটেও ধর্মীয় কবি ছিলেন না। এটা সত্য যে তিনি হামদ, নাত, গজলসহ ইসলামী সঙ্গীত রচনা করেছেন, তার লেখায় আরবি-ফারসি শব্দও প্রচুর ব্যবহার করেছেন। আবার তিনি শ্যামা সঙ্গীত, ভজন, কীর্তনও লিখেছেন। হিন্দুদের দেব-দেবী তার লেখায় স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার একজন মানুষ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চায় তাঁর আগ্রহ দেখা যায়নি। ধর্মবিশ্বাস দিয়ে নয়, তিনি মানুষকে দেখতেন মানুষ হিসেবে। তিনি লিখেছেন: নদীর পাশ দিয়ে চলতে যখন দেখি একটি লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন ভাবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান, একজন মানুষ ডুবছে এইটেই— সবচেয়ে বড়ো, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে — মন বলে আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি। ধর্মাচরণ নিয়ে তাকে বিদ্রুপ-গঞ্জনা কম সহ্য করতে হয়নি। আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন: 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে, আমার গাঁটছাড়ার বাঁধন কাটতে বেগ পেতে হবে না। কেননা একজনের হাতে আছে লাঠি,আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি। বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধূলোবালি, এতো ধোঁয়া, এতো কোলাহল উঠছে যে ওর মাঝে সামান্য দীপবর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মরবো। নজরুল বেঁচেছিলেন ৭৭ বছর। কিন্তু এরমধ্যে ৩৫ বছর ছিলেন জীবন্মৃত। তিনি তার কবিতায় বলেছিলেন: তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিবো না, সারাদিনমান কোলাহল করি কারো ধ্যান ভাঙিবো না। - নিশ্চল-নিশ্চুপ আপনার মনে পুড়িবো একাকী গন্ধবিধুর ধূপ। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেরকমই ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলেন মাত্র ২২ বছর। এই অল্প সময়ে তিনি কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রবন্ধ কত কিছুই না লিখেছেন। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা নজরুলের জীবন ছিল একদিকে ছন্নছাড়া, অন্যদিকে ধূমকেতুর মতো। "বিদ্রোহী" কবিতা লিখে তিনি প্রথম বাঙালি পাঠক মহলে আলোড়ন তৈরি করেন। তিনি এই কবিতায় নিজেকে তুলে ধরেই যেন লিখেছেন:

আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম
রণ,
ভুমে রণিবে না, বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত। এই কবিতায় তিনি যেমন ভৃগু ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে চেয়েছেন, তেমনি খোদার আসন আরশ ছেদিয়া ওঠার কথাও বলেছেন। তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাতি পেলেও প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতা ও গানে প্রবলভাবেই উপস্থিত। বিদ্রোহীর মনেও যে প্রেম আছে, তারও যে প্রিয়ার খোঁপায় তারার ফুল গুঁজে দিতে সাধ জাগে তা-তো নজরুলের রচনা পাঠেই জানা যায়। নজরুলের কাছে দ্রোহ আর প্রেম অভিন্ন ছিল। তিনি বলেছেন: মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হতে রণতূর্য। কবির মনোভূমি ছিল প্রেমময়। তাঁর উদ্দাম জীবনে প্রেম এসেছে একাধিকবার। অনেক নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি তাদের প্রেম নিবেদনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন কবি। প্রমিলা দেবীর সঙ্গে জুটি বাঁধলেও তিনি নার্গিস ও ফজিলাতুন্নেছার প্রেমে যে মশগুল হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। নজরুলকে সাম্য ও মানবতার কবি বলা হয়। কারণ তার কলম থেকেই বেরিয়েছে: গাহি সাম্যের গান / যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান। অন্যায়, অসাম্যের বিরুদ্ধে, অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধ তার কলম ছিল ক্ষুরধার। তিনি লিখেছেন: মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান / নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি / সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। তার কলম থেকেই বেরিয়েছে: মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান /মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ/ এক সে আকাশ মায়ের কোলে / যেন রবি শশী দোলে / এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।

আবার সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সমান সোচ্চার। লিখেছেন: দেখিনু সেদিন রেলে / কুলি বলে এক বাবুসাব তারে টেনে দিল নিচে ফেলে / চোখ ফেটে এলো জল / এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল? নজরুলের সময়ে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ কিছু কম হয়নি। তাকে তুচ্ছ করার জন্য "বালক প্রতিভা" বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার পরিণতি আসেনি। কিন্তু যারা এসব করেছে তারা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে, নজরুল আছেন উজ্জ্বল দেদীপ্যমান। নজরুল বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন ও অকাতর স্নেহ পেয়েছেন।

১৯৪১ সালে এক সাহিত্য সভায় তিনি বলেছিলেন: 'যদি আর বাঁশি না বাজে - আমি কবি বলে বলছি না - আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম, সেই অধিকারে বলছি - আমায় ক্ষমা করবেন - আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি-আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম- সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নিরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।'

নজরুলের একটি গানের একটি পংক্তি:

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে।

নজরুলকে সাম্প্রদায়িক কবি বানানোর একটি অপচেষ্টা বহুদিন ধরেই চলছে। পাকিস্তানি গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠী সেটা করেছে, এখন বাংলাদেশেও একটি মহল তৎপর সেই ধারায়। এটা অন্যায়। খণ্ডিত নজরুল চর্চা নয়, অখণ্ড নজরুলই বাঙালির সেরা সম্পদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিপিআইএমের পার্টি কংগ্রেসের পর রাজ্য কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত।

আসামে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগণনা চলছে, এগিয়ে বিজেপি

গুয়াহাটি/মার্ঘেরিটা/শ্রীভূমি/হাইলাকান্দি, ১১ মে: আসামজুড়ে রবিবার সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগণনা। রাজ্যের ২৭টি জেলায় দুই দফায় ২ মে ও ৭ মে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এবার প্রথমবারের মতো সীমা পুনর্নির্ধারণের পর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আসাম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মজুলিতে বিজেপি ইতিমধ্যেই ৬টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসন জয় করেছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলার ফল এখনও আসেনি বলে জানিয়েছেন কমিশনার অলোক কুমার। তিনি বলেন, "প্রতিটি পঞ্চায়েতের জন্য তিনটি ব্যালটপেপার থাকায় ভোটগণনা অত্যন্ত জটিল কাজ। আগামীকাল রাত পর্যন্ত গণনা চলবে।"

এদিকে, বিজেপি ৩৫৫টি এপি আসনে এগিয়ে রয়েছে এবং তাদের জোটসঙ্গী অসম গণপরিষদ ৪২টি আসনে এগিয়ে আছে। কংগ্রেস ২১টি এপি আসনে এগিয়ে থাকলেও জেলা পরিষদ স্তরে এখনো কোনো আসনে এগিয়ে নেই। জেলা পরিষদ-তে বিজেপি ৩৫টি এবং এজিপি ২টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ক্ষেত্রে দলীয় প্রতীকে প্রার্থীতা করা নিষিদ্ধ ছিল, তারা সবাই স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন।

এ পর্যন্ত ২,৯১২ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছেন ৩৪ জন জিলা পরিষদ সদস্য, ৩১১ জন এপি সদস্য এবং ২,৫৬৭ জন জেলা পরিষদ সদস্য।

৮৩ নম্বর মার্ঘেরিটা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বর্গোলাই, মাকুমপথার এবং কেটেটং গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি-সমর্থিত প্রার্থীরা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছেন।

বর্গোলাই পঞ্চায়েতে সাবেক সভাপতি মীরা চুরবা, সহ-সভাপতি ঝুমা সেন এবং ওয়ার্ড সদস্য স্বপ্না ছেত্রী ভুজে, রণজিৎ ছেত্রী, ভানু টাঁটি, লক্ষ্মী জাইশি, খুশবু কার ও শান্তনু দেবনাথ বিজয়ী হয়েছেন। তবে কংগ্রেসের রূপা ছেত্রী এবং রাইজর দলের সরদা ছেত্রীও একটি করে আসনে জয়ী হয়েছেন।

মাকুমপথার পঞ্চায়েত, যা আগে থেকেই বিজেপির দখলে ছিল, সেখানে আটজন বিজেপি-সমর্থিত প্রার্থীই জয়লাভ করেছেন।

শ্রীভূমিতে কারিমগঞ্জ কলেজ, আকৈদুম ইনডোর স্টেডিয়াম এবং রামকৃষ্ণনগর কলেজ কেন্দ্রে সকাল ৮:৩০টা থেকে গণনা শুরু হয়, যদিও নির্ধারিত সময় ছিল ৭টা।

জেলা শাসক প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী জানান, এখানে ১৬টি জিলা পরিষদ আসন, ৯৫টি এপি আসন এবং ৯৫০টি ওয়ার্ড সদস্যপদে গণনা চলছে।

প্রতি রাউন্ড শেষে ১০টি জিলা পরিষদ ও একটি এপি আসনের ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।

হাইলাকান্দির ভোটগণনা চলছে হাইলাকান্দি এস কলেজ কেন্দ্রে। এখানে প্রথম রাউন্ডের ফলাফল সকাল ১১টার পর প্রকাশ পায়।

কাটলিছড়া---বাগছড়া জিলা পরিষদ আসনে বিজেপির পম্পা দাস ১,২৫৭ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

তিনি পেয়েছেন ১,৮৮৮ ভোট, কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা দাস পেয়েছেন ৬৭১ ভোট।

হরিশনগর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে বিজেপির দেবজানী নাথ ২৩৭ ভোটে পরাজিত করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শিবু রঞ্জন সিংহকে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বৃষ্টিজনিত সমস্যা সত্ত্বেও কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে গণনা কাজ সুষ্ঠুভাবে এগোচ্ছে এবং সোমবারের মধ্যেই সম্পূর্ণ ফল প্রকাশের আশা করা হচ্ছে।

ভোটার উপস্থিতি: রাজ্যজুড়ে ১.৮ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭৪.৭১ শতাংশ ভোটার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন।

সংঘর্ষ বিরতির পর অবস্থা স্বাভাবিক, পাঞ্জাবে সোমবার থেকে খুলছে সব স্কুল-কলেজ

চণ্ডীগড়, ১১ মে: ভারত-পাক সীমান্তে সংঘর্ষবিরতির পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। সেই প্রেক্ষিতে আগামীকাল সোমবার (১৩ মে) থেকে পাঞ্জাব রাজ্যের সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই ঘোষণা দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হরজোত সিং বাইন্স।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, সোমবার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত ক্লাস চলবে এবং পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষাও নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন জেলায় স্কুল-কলেজ খোলার ব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

হোশিয়ারপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার আশিকা জৈন জানিয়েছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় জেলার সব স্কুল পুনরায় খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ভারত-পাক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ১১ মে পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। ফিরোজপুর, পাঠানকোট, ফাজিলকা, গুরুদাসপুর এবং অমৃতসরএই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাড়তি সতর্কতা জারি রাখা হয়েছিল।

পাকিস্তানের উসকানিমূলক কার্যকলাপের পর ৮ মে পাঞ্জাব ছাড়াও গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ এবং চণ্ডীগড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ জারি হয়। জম্মু-কাশ্মীরের স্কুল এডুকেশন ডিরেক্টরও ছুটির নির্দেশ দেন।

বিশেষ করে পাঞ্জাবে শিক্ষামন্ত্রী নিজে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। স্কুল ছাড়াও কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ছুটির আওতায় ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় রাজ্য জুড়ে পুনরায় চালু হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম, যা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়েছে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ভারতের পুরুষ ও মিক্সড ৪অ৪০০ মিটার রিলের দল

টোকিও, ১১ মে: টোকিওতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্ব রিলে প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও, হতাশাজনকভাবে বাদ পড়েছে ভারতের পুরুষ ও মিক্সড ৪অ৪০০ মিটার রিলের দল।

শনিবার হিট-৩-এ ৩:১৬.৮৫ সময় নিয়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করেছিল ভারতীয় মিক্সড রিলে দল। এরপর রবিবার আরও একবার সুযোগ পেয়েও সফল হতে পারেনি দলটি। সান্তোষ কুমার তামিলারাসান, রূপাল চৌধুরী, তেন্নারাসু কায়ালভিঝি বিশাল ও সুবা বেঙ্কটেশনএই চতুষ্টয় ৩ মিনিট ১৪.৮১ সেকেন্ড সময়ে দৌড় শেষ করে হিট-২-এ চতুর্থ স্থানে থামে।

প্রসঙ্গত, প্রতিটি হিটের শীর্ষ তিন দল সরাসরি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জায়গা করে নেয়।

ভারতের পুরুষদের ৪অ৪০০ মিটার রিলেতে ফল আরও দুর্বল ছিল। জয় কুমার, ধর্মবীর চৌধুরী, থেক্কিনালিল সাজি মানু ও রিন্স জোসেফের দল ৩:০৪.৪৯ সময়ে হিট-এ সপ্তম হয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করে।

শনিবার হিটে তারা ৩:০৩.৯২ সময় নেয়, তবে তাতে পঞ্চম হওয়া ছাড়া আর কিছু অর্জন হয়নি। রবিবারের দ্বিতীয় সুযোগেও তারা ব্যর্থ হয়।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ, মহিলা ও মিক্সড বিভাগে ৪অ৪০০ মিটার রিলেতে ১৪টি দল সরাসরি কোয়ালিফাই করেছে। বাকি দুটি স্থান নির্ধারিত হবে ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৪ থেকে আগস্ট ২৪, ২০২৫-এর মধ্যে সেরা টাইমিং করা দলগুলোর মধ্যে থেকে।

এখন ভারতের সামনে একমাত্র ভরসা বাকি থাকা এই দুটি স্থান। সেই লক্ষ্যে দেশের অ্যাথলেটদের ভবিষ্যতের কোয়ালিফাইং ইভেন্টগুলিতে আরও ভালো টাইমিং করতে হবে।

২০২৩ সালের হাঙ্গেরিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পুরুষ ৪অ৪০০ মিটার দল আমেরিকাকে চাপে ফেলে হিটে ২:৫৯.০৫ টাইমিং করে এশীয় রেকর্ড গড়ে দ্বিতীয় হয়েছিল এবং ফাইনালে পৌঁছে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছিল।

তবে সেই অভিজ্ঞ দলমুহাম্মদ আনাস, অমোজ জ্যাকব, রাজেশ রমেশ ও মুহাম্মদ আজমলএবার দলে ছিলেন না। তাদের পরিবর্তে নতুন অ্যাথলেটদের নিয়ে দল গঠন করা হয়েছিল, যার ফলে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল মেলেনি।

ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন এখন আশা করছে, পরবর্তী কোয়ালিফাইং ইভেন্টগুলোতে ভালো পারফর্ম করে টোকিওর বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছানো যাবে।

আমেরিকাও মুগ্ধ ভারতীয় মহাকাশ প্রযুক্তিতে, 'ভাস্ট' কোম্পানি ব্যবহার করবে ইসরো-র রকেট

নয়া দিল্লি: ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-এর শক্তিশালী রকেট এখন আন্তর্জাতিক মহাকাশ ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি পাচ্ছে। আমেরিকার বিখ্যাত মহাকাশ সংস্থা ভাস্ট ভারতের তৈরি রকেট কেনার পরিকল্পনা করছে। এই সংস্থা ২০২৬ সালে বিশ্বের প্রথম বেসরকারি স্পেস স্টেশন উৎক্ষেপণের পরিকল্পনায় ব্যস্ত, এবং সেই প্রকল্পে ভারতের রকেট ব্যবহার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কোম্পানির সিইও ম্যাক্স হট।

সম্প্রতি গ্লোবাল স্পেস এক্সপ্লোরেশন কনফারেন্সে ভাস্টের সিইও ম্যাক্স হট ইসরো-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনায় স্পেস প্রযুক্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার নানা সম্ভাবনা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। তিনি বলেন, 'আমরা ২০২৬ সালের মে মাসে স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটের মাধ্যমে আমাদের প্রথম স্পেস স্টেশন 'হ্যাভেন-১" উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর পর ২০২৬ সালের জুলাইয়ের মধ্যেই মহাকাশচারীদের ওই কক্ষপথের ল্যাবে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।'

হ্যাভেন ১ -এর পরে কোম্পানি হ্যাভেন ২ নামের আরও বড় স্পেস স্টেশনের পরিকল্পনাও করছে, যার প্রথম মডিউল ২০২৮ সালে উৎক্ষেপণ হতে পারে। ম্যাক্স হট ভারতের গগনযান মিশন নিয়েও প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যা ২০২৭ সালের শুরুতেই ভারতের প্রথম মানব মহাকাশ অভিযান চালু করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভাস্টের মতো একটি মার্কিন কোম্পানির ইসরো-র রকেট ব্যবহারে আগ্রহ ভারতের জন্য গর্বের বিষয়।

এটি ভারতের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার প্রতীক, এবং মহাকাশ গবেষণায় ভারতের ক্রমবর্ধমান অবস্থানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ভারতের স্পেস প্রোগ্রামের গ্রহণযোগ্যতা ও সুনামকে আরও মজবুত করবে। ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তি আজ আর শুধু দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এখন তা বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পাচ্ছে, এবং ইসরো বিশ্বস্ত পার্টনার হয়ে উঠছে গ্লোবাল স্পেস মিশনে। যদি ভাস্ট ও ইসরো-এর এই সহযোগিতা বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি হবে ভারতের মহাকাশ ইতিহাসের আরেকটি সোনালী অধ্যায়।

"অপারেশন সিন্দুর শুধুই সামরিক অভিযান নয়, এটি ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক": প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং

লখনউ, ১১ মে : আজ উত্তর প্রদেশের লখনউতে ব্রহ্মোস ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড টেস্টিং ফ্যাসিলিটি সেন্টারের ভার্চুয়াল উদ্বোধনী ভাষণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, "অপারেশন সিন্দুর শুধুমাত্র একটি সামরিক অভিযান ছিল না, এটি ছিল ভারতের দৃঢ় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কৌশলগত সংকল্পের এক জ্বলন্ত নিদর্শন।"

তিনি জানান, এই অভিযানটি ভারতীয় ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদী ও ভারত-বিরোধী সংগঠনগুলোর হাতে নিহত নিরীহ মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা ও প্রতিজ্ঞার পরিচয় বহন করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, "যখনই ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, তখন শত্রুদের জন্য সীমান্ত পার করাও নিরাপদ থাকে না।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন উরি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, পুলওয়ামা হামলার পর এয়ার স্ট্রাইক এবং সদ্য পহেলগাম হামলার পর একাধিক প্রতিশোধমূলক অভিযানযা গোটা বিশ্বকে দেখিয়েছে নতুন ভারত সন্ত্রাসের জবাব কঠোরভাবে দিতে জানে।

তিনি আরও জানান, অপারেশন সিন্দুরের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করা, যেখানে কোনো নিরীহ নাগরিককে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। তবে পাকিস্তান ভারতের বেসামরিক এলাকা ও ধর্মীয় স্থাপনায় আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করেছিল, যার জবাবে ভারতীয় সেনা বাহিনী রাওয়ালপিন্ডি পর্যন্ত জবাব দিয়েছে।

জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে এই ব্রহ্মোস টেস্টিং সেন্টারের উদ্বোধনকে রাজনাথ সিং "ভারতের উদ্ভাবনী শক্তির প্রতিফলন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ" বলে অভিহিত করেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে প্রায় ৫০০টি সরাসরি এবং ১,০০০টি পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি শুধু বিশ্বের দ্রুততম সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল নয়, এটি ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তির প্রতীক, শত্রুদের কাছে সতর্কবার্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তার অঙ্গীকার।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, উত্তর প্রদেশ প্রতিরক্ষা শিল্প করিডোরে ১৮০টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৩৪,০০০ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই ৪,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, এলাহাবাদ, কানপুর, ঝাঁসি, চিত্রকুট, আগ্রা এবং লখনউ-এই ছয়টি কেন্দ্রে প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

রাজনাথ সিং বলেন, আত্মনির্ভরতা শুধু দেশের নিরাপত্তা চাহিদা পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্ববাজারে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানির বড়ো সুযোগ তৈরি করছে। তিনি স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক রিপোর্ট তুলে ধরে জানান, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় ২,৭১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "লখনউ এখন প্রতিরক্ষা শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছে, যা আত্মনির্ভর ভারতের দিশায় একটি বড়ো পদক্ষেপ।" তিনি জানান, এই কেন্দ্রটি শুধু শিল্প নয়, প্রযুক্তি ও দক্ষতানির্ভর কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অপারেশন সিন্দুর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটি গোটা বিশ্বকে বার্তা দিয়েছে যে, ভারত এখন সন্ত্রাসবাদ সহ্য করে না। একমাত্র চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করাই এর সঠিক জবাব।"

২০০ একর জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা এই সেন্টারে প্রোপেল্যান্ট, অ্যাভিওনিক্স, র‍্যামজেট ইঞ্জিন সহ একাধিক সাব-অ্যাসেম্বলি একত্রিকরণ করা হবে। প্রায় ৩০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে শিল্প ও প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করেছে, যাদের মধ্যে ৫ জনকে মুখ্যমন্ত্রী সংবর্ধনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য, ব্রজেশ পাঠক, প্রধান সচিব মনোজ কুমার সিং, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ সমীর ভি কামাত, ব্রহ্মোস ডিরেক্টর জয়তীর্থ আর. জোশি এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানকে পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ধরবে বিএলএ, ভারতের প্রতি সমর্থনের ঘোষণা

ইসলামাবাদ, ১১ মে: বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি পাকিস্তান থেকে বেলুচিস্তানকে স্বাধীন করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সংগঠনটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির উপর একের পর এক হামলা চালিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বিএলএ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে ভারতের প্রতি তাদের সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছে।

বিএলএ-এর তরফ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "যদি ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও নির্ধারিত সামরিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে আমরা ভারতের পাশে দাঁড়াব। এমন পরিস্থিতিতে আমরা পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত থেকে আক্রমণ চালাব।"

সংগঠনটি আরও জানায়, "আমরা শুধুমাত্র ভারতের পদক্ষেপকে স্বাগতই জানাব না, বরং তাদের সামরিক শক্তি হয়ে পাশে থাকব।"

বিএলএ তাদের বিবৃতিতে পাকিস্তানকে একটি "সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র" হিসেবে উল্লেখ করেছে। সংগঠনটি বলেছে, "এখন পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করার সময় শেষ। আমরা ভারতসহ গোটা বিশ্বের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।"

বিএলএ দাবি করেছে যে, গত ৮ থেকে ১০ মে, মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মোট ৩৯টি ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। তারা জানিয়েছে যে, তাদের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান চলবে।

প্রসঙ্গত, বেলুচ জনগণ বহুদিন ধরেই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অভিযোগ করে আসছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বেলুচ জনগণের উপর দমনপীড়ন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। বহু বেলুচ নাগরিক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন, যাদের সন্ধানে মানবাধিকার কর্মীরা করাচি থেকে বেলুচিস্তান পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেছেন।

মানবিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বিএলএ এখন অস্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট খুলেছে। ভারতের প্রতি তাদের সমর্থনের এই ঘোষণা পাকিস্তান ও দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রবিবার আগরতলায় ইসকন মন্দিরে এক পূজা অর্চার আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গভীর মানসিক চাপেও তুঙ্গে থাকবে পজিটিভিটি

স্ট্রেস আজকাল মনানুষের জীবনে খুবই সাধারণ এতটি ব্যাপার। কাজের চাপ, সামাজিক নানা চাপ, মানসিক চাপ সব কিছু নিয়েই সারাক্ষণ মনের মধ্যে কিছু না কিছু চলতেই থাকে। মানসিক চাপ আমাদের শরীরের উপর বেশ প্রভাব পড়ে। অতিরিক্ত চাপের মধ্যে থাকলে ক্লান্তি, পেশীতে ব্যথা, বুকে ব্যথা, খেতে ইচ্ছে না করা, রাগ, বিরক্তি, অশান্তি একসঙ্গে অনেক কিছু চলতে থাকে মনের মধ্যে।

মানসিক চাপ একদিকে যেমন অস্থির করে তোলে তেমনই অসুস্থও করে দেয়। মানসিক চাপ এড়ানোর উপায় কি? এই চাপ এড়াতে প্রথমেই নজর দিতে হবে রোজের খাবারে। রোজকার খাবারে যদি পুষ্টি না থাকে, ক্যালোরি-কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে তাহলে সমস্যা আরও বাড়বে,কমবে না। আর তাই পুষ্টিবিদ লভনীত বাত্রা দিয়েছেন বিশেষ কিছু টিপস। এই মেনে খাবার খেলে শরীরে অনেক রকম সমস্যার খুব সহজ সমাধান হয়ে যায়। স্ট্রেস এবং উদ্বেগ দূরে রাখতেও তা কিন্তু খুবই সাহায্য করে।

আর তাই প্রথমেই তালিকাতে রাখুন ভিটামিন বি। ছোলা এবং শাক-সবজির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি। যা আমাদের শরীরে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শরীরে ভিটামিন বি এর চাহিদা মেটাতে অবশ্যই রাখুন তালিকায়। এছাড়াও রোজ গাজর খেতে পারলেও খুবই ভাল।

কাঁচা শাকসবজি শরীরের জন্য ভাল হলেও তা কাঁচা না খাওয়াই ভাল। সামান্য ভাপিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করুন। এছাড়াও সবুজ শাকসবজি অবশ্যই নিয়ম করে রাখবেন ডায়েটে। রোজ শাক-সবজি খেলে স্ট্রেস তো দূরে থাকেই সেই সঙ্গে শরীরে ম্যাগনেশিয়ামের চাহিদাও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এছাড়াও ভিটামিন সি রাখতে ভুলবেন না তালিকায়। স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমাতে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে নিয়ম করে ভিটামিন সি খেতেই হবে।

সব সময় চেষ্টা করুন হালা খাবার খেতে সেই সঙ্গে বাড়ির বানানো খাবার খান। বাড়িতেও বেশি তেল-মশলা দিয়ে রান্না করবেন না। সামান্য ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, তরকারি এসবই খান। এর মধ্যে থাকে সেরোটোনিন হরমোন। যা খাবারের লোভ কমায় এবং ভাল ঘুম হতে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে নিয়ম করে ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। ভিটামিন ই মানসিক চাপ কম রাখতে চেষ্টা করে। জটিল কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে ভিটামিন ই বেশি থাকে। আর তা মস্তিষ্কে সেরোটোনিন তৈরি করতে সাহায্য করে।

স্বাদ বদল করতে বাড়িতেই বানিয়ে নিন রেস্তোরাঁর মতো লাহোড়ি চিকেন

চিকেন খেতে কমবেশি ছোট থেকে বড় সকলেই ভালবাসেন। চিকেন বিরিয়ানি থেকে স্যুপ সবই পছন্দের তালিকার উপরের দিকেই থাকে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে চিকেনের অনেক পদই আমরা ট্রাই করে থাকি। এমনই একটা পদ হল চিকেন লাহোড়ি । লালা-লাল মশলাদার এই পদ জিভে জল এনে দেয়।

নান, বা পরোটা জাতীয় খাবারের সঙ্গে এর যুগলবন্দি মুখে হাসি ফোটাতে বাধ্য। এছাড়া বিরিয়ানি কিংবা রাইস জাতীয় খাবারের সঙ্গেই দারুণ খেতে লাগে এই পদ। তবে এই পদের স্বাদ গ্রহণ করতে হলে রেস্তোরাঁতেই যেতে হবে এমনটা কিন্তু নয়। বাড়িতে খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারেন চিকেন লাহোড়ি। কীভাবে বানাবেন ভাবছেন তো? চিন্তা নেই। রইল রেসিপি উপকরণ: চিকেন ১ টা গোটা পেঁয়াজ, ১ টেবিল চামচ আদা কুঁচি, ৩ টে রসুনের টুকরো ,গোটা গোলমরিচ ও গুঁড়ো, জিড়ে,গুঁড়ো, লবঙ্গ, দারুচিনি,শুকনো লঙ্কা,১ কাপ টকদই,১ কাপ টমেটো,পিউরি, ধনেপাতা,তেজপাতা,পরিমাণ মতো নুন,হলুদ,চিকেন স্টক স্টেপ ১- প্রথমেই কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো লাল- লাল করে ভেজে নিন। যতক্ষণ না লাল রঙ হচ্ছে ভাজতে থাকুন।

স্টেপ ২- পেঁয়াজ ভাজা-ভাজা হয়ে আসলে তাতে আদা-রসুন বাটা যোগ করে একটু নেড়ে নিতে হবে। এবার তাতে গোলমরিচ গুঁড়ো, দারুচিনি, লবঙ্গ, টমেটো পিউরি, দই যোগ করুন। হলুদ দিন। স্বাদমতো নুন ও শুকনো লঙ্কা যোগ করুন। এবার ভাল করে মিশ্রণটি কষিয়ে নিন। স্টেপ ৩- মিশ্রণটি মাঝারি আঁচে খুব ভাল করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে তাতে চিকেন স্টক ও তেজপাতা যোগ করুন। এবার ঢাকা দিয়ে আঁচ কমিয়ে ফুটতে দিন। ঢাকা খুলে দেখে নিন মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলেওই তৈরি আপনার চিকেন লাহোড়ি। রঙের জন্য নামানোর আগে অল্প পরিমাণে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো যোগ করুন। ডিনারে পরোটা কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন। যদি লাঞ্চে খেতে চান তবে রুটির পরিবর্তে জিরা রাইস কিংবা সাদা ভাতের সঙ্গেও খেতে পারেন। মন্দ লাগবে না।

সুস্থ দাঁতের জন্য টুথব্রাশ পরিবর্তন করা জরুরি

দাঁতের যত্নে দামি টুথপেস্ট থেকে শুরু করে আয়ুর্বেদিক টুথপেস্টও ব্যবহার করে থাকি আমরা। কারণ দাঁত ভালো রাখাতে নিয়মিত ব্রাশ করা খুবই জরুরি। তবে একটানা একই ব্রাশ ব্যবহার করাও যে দাঁতের জন্য ক্ষতিকর এটা অনেকে হয়তো জানেই না। তাই অধিকাংশ মানুষ টুথব্রাশ খারাপ না হওয়া পর্যন্ত সেটি ব্যবহার করতেই থাকেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুস্থ দাঁতের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত ৩ থেকে ৪ মাস পর পর টুথব্রাশ পরিবর্তন করা। আর যদি টুথব্রাশটি এরই মধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দ্রুতই তা পরিবর্তন করা উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের পরিবারে কারো কোনো ধরনের দাঁতের সমস্যা বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে তাদের ১ থেকে ২ মাস পর পরই টুথব্রাশ পরিবর্তন করা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন একই টুথব্রাশ ব্যবহারের কারণে দাঁত ও মুখের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- ব্রিসলসের দুর্বলতা: টুথব্রাশের ব্রিসলস দাঁত পরিষ্কার করতে এবং জীবাণু দূর করতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে ব্রিসলসে ভঙ্গুরতা দেখা দিতে পারে। যার ফলে সেগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি : একই ব্রাশ ব্যবহারে দাঁতে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাক ইত্যাদি জন্মাতে পারে। এই জীবাণুর অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি মুখের মধ্যে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সংক্রমণের ঝুঁকি: দীর্ঘ সময় ধরে একই টুথব্রাশ ব্যবহার করলে তাতে ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু বাড়তে পারে, যা দাঁত ও মাড়ির সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় টুথব্রাশের যত্ন নেবেন যেভাবে যেভাবে আপনি ব্যক্তিগত পণ্য বা স্বাস্থ্যবিধি সরঞ্জামের যত্ন নেন সেভাবে টুথব্রাশের যত্ন নিন টুথব্রাশ অন্য কারো সঙ্গে এমনকি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও শেয়ার করবেন না। যদি আপনার টুথব্রাশ অন্য টুথব্রাশের সঙ্গে একটি কাপে বা পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে যাতে একটির সঙ্গে অন্যটির মাথা স্পর্শ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।ব্রাশ করার পরে, টুথব্রাশটি কলের জল দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে রাখুন। এতে জীবাণুনাশক, মাউথওয়াশ বা গরম জল ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।টুথব্রাশ পরিষ্কার রাখার জন্য বিশেষ বন্ধ পাত্র ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এতে ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। ভুল করে কেউ আপনার ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজলে সেটা ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। কারণ প্রত্যেকের মুখেই আলাদা ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে। ব্রাশের মাধ্যমে সেটা আপনার মুখেও ছড়িয়ে যেতে পারে।

চুল পড়া কমবে স্মুদির গুণে

চুল পড়া আজকের দিনে খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই সমস্যায় জর্জরিত। নামীদামী শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ছাড়াও চুলের যত্নে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ব্যবহার করেও মনের মতো ফলাফল মিলছে না। চুল ঝরে পড়া থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই চুল ছোটো করে কেটে রাখেন। সে ক্ষেত্রে চুল ঠিক মতো বাড়তেও পারে না।

পুষ্টিবিদদের মতে, চুলের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে শুধু বাইরে থেকে পরিচর্যা করলেই হবে না। যত্ন নিতে হবে ভিতর থেকেও। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া পানীয়ের উপর ভরসা রাখতে পারেন। চুলের যত্নে অত্যন্ত উপকারী এক স্মুদির রেসিপি আপনাদের বলব। এই স্মুদিতে থাকা সব উপকরণই চুল, স্ক্যাল্প সুস্থ রাখতে সাহায্য করে, চুল পড়া কমায় এবং চুলের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি ঘটায়।

চিয়া বীজ

চিয়া বীজে থাকে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। চুলের বৃদ্ধিতে এবং চুলের ফাটা কমাতে সাহায্য করে এই বীজ। সেই সঙ্গে চিয়া বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক রয়েছে, যা চুল পড়া আটকায়।

ফ্ল্যাক্সসিড ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং লিগন্যান সমৃদ্ধ ফ্ল্যাক্সসিড চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায়, চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, চুল পড়া কমায় এবং স্ক্যাল্পের প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে।

সূর্যমুখী বীজ

ভিটামিন ই সমৃদ্ধ সূর্যমুখী চুলের নানা সমস্যা দূরে রাখে। ভিটামিন ই মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

কুমড়ো বীজ

কুমড়োর বীজে রয়েছে জিঙ্ক, যা চুল ও মাথার ত্বক সুস্থ রাখে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কুমড়ো বীজে থাকা আয়রনও চুলের জন্য খুব উপকারী।

মাখানা

মাখানায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি, প্রোটিন, আয়রন এবং জিঙ্ক রয়েছে। এই সবই স্বাস্থ্যকর স্ক্যাল্প ও চুলের জন্য খুব প্রয়োজনীয়।

আমন্ড ও খেজুর আমন্ড বায়োটিনের উত। চুল ও স্ক্যাল্প সুস্থ রাখার জন্য বায়োটিন অপরিহার্য। আর, খেজুরে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং ভিটামিন সি রয়েছে, যা রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

স্মুদি তৈরির পদ্ধতি ২ টেবিল চামচ চিয়া বীজ, ২ টেবিল চামচ ফ্ল্যাক্সসিড, ২ টেবিল চামচ সূর্যমুখী বীজ, ২ টেবিল চামচ কুমড়ো বীজ, ২ টেবিল চামচ মাখানা, ২টো খেজুর আর এক মুঠো ভেজানো আমন্ড। সব ধরনের বীজ শুকনো খোলায় ভেজে নিন কিছুক্ষণ। তার পর ঠান্ডা করে মিক্সিতে পাউডার বানিয়ে নিন। এবার ব্লেন্ডারে বীজের গুঁড়ো, খেজুর, এক মুঠো আমন্ড আর পরিমাণমতো জল দিয়ে ভাল ভাবে পেস্ট করে নিন। মসৃণ এবং ক্রিমি পেস্ট তৈরি করুন। প্রয়োজনে আরও জল মেশান। খেজুরের বীজটা বার করে দেবেন।

ক্যান্সার নিরাময়ের পরেও শরীরের যত্ন নিন

“ক্যান্সার”, শব্দটি শুনলেই যেন ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে। থমকে যায় সময়ের কাঁটা। বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই রোগ। তাই “মারণরোগ” বলেই পরিচিত ক্যান্সার। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সার সহজে ধরা পড়ে না, ফলে শেষ পর্যায়ে গিয়ে রোগীকে ভাল কোনও চিকিতা দেওয়াও বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে।

বাস্তবিক অর্থে, এখনও পর্যন্ত ক্যান্সারের চিকিতায় পুরোপুরি কার্যকর কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। তবে ক্যান্সার মানেই মৃত্যুভয় নয়। চিকিৎসকদের মতে, প্রথম দিকে ধরা পড়লে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠা সম্ভব। কিন্তু ক্যান্সার নিরাময়ের পরও আবার তা ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে। তাই খুব সাবধানে থাকা উচিত। ক্যান্সার সার্ভাইভাররা নিজেদের সুস্থ-সবল রাখতে কী কী নিয়ম মেনে চলবেন, জেনে নিন।

স্বাস্থ্যকর খাবার খান

ফলমূল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য রোজকার ডায়েটে রাখুন। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার খান। স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম আছে, এ রকম প্রোটিন জাতীয় খাবার খান। জাঙ্ক ফুড, চিনি ও লবণযুক্ত খাবার, প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলাই ভাল। স্বাস্থ্যকর খাবার শরীরের এনার্জি বাড়ায়, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং সামগ্রিকভাবে সুস্থ থাকতেও সাহায্য করে।

মদ্যপান ও ধূমপান ত্যাগ করুন

মদ্যপান ও ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা অবশ্যই ত্যাগ করুন। ধূমপান বা তামাক সেবন বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। মদ্যপান বা অ্যালকোহলও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। পাশাপাশি অনিদ্রা, উদ্বেগ, অবসাদের মতো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তাই সবেমাত্র ক্যান্সার থেকে সেরে উঠলে এই সব অভ্যাসগুলি অবিলম্বে ত্যাগ করুন।

অ্যাক্টিভ থাকুন

ক্যান্সারের চিকিৎসার পর নিয়মিত শরীরচর্চা, ব্যায়াম, হাঁটাচলা, মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে মেজাজ ভাল থাকে, উদ্বেগ ও অবসাদ কমে। ব্যথা-যন্ত্রণা, ক্লান্তি এবং ডায়রিয়ার মতো শারীরিক সমস্যাগুলিও দূরে রাখে। পাশাপাশি ক্যান্সার ফিরে আসার সম্ভাবনা কমায় এবং আয়ু বাড়াতে পারে। তবে এক্সারসাইজ করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ভাল ঘুম প্রতি রাতে ভাল ঘুম হওয়া আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট থাকতে সাহায্য করে। ঘুমের অভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায় এবং ওজনও বাড়তে পারে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যান এবং সময়মতো ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করুন। ঘুমানোর সময় সমস্ত ইলেকট্রনিক গ্যাজেট দূরে রাখুন। শোওয়ার আগে ক্যাফেইন এবং নিকোটিন সেবন করবেন না।

স্ট্রেস মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন

ক্যান্সার একজন ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। চিকিৎসা-পরবর্তী সময়ে মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার জন্য স্ট্রেস মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন। এমন কিছু করুন যাতে আপনি বিষণ্ণতা, উদ্বেগ ও অবসাদ মুক্ত থাকবেন। যদিও এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করলেই ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা বাড়ে। তবে মানসিক চাপ কমলে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন ও সেইমতো নিয়ম মেনে চলুন।

হালুয়া রাঁধতে গিয়ে বেশি চিনি পড়ে গিয়েছে

আপনি যত ভাল রাঁধুনি হন না কেন, খাবারের স্বাদ নির্ভর করছে ফ্লেভারের ব্যালেন্সের উপর। নুন, ঝাল, মিষ্টি সব যদি ঠিকঠাক পরিমাণে থাকে, তখনই খাবারে স্বাদে আসে। অন্যথায়, কখনওই স্বাদ আসে না খাবারের। কিন্তু সবাই যে রান্নায় পটু হবে, এমনটা নয়। রান্না হল এক ধরনের শিল্প। তাই এই শিল্পে সবার হাত পাকা হয় না।

অনেক সময় রান্নায় বেশি ঝাল পড়ে যায়, আবার কখনও নুন কম হয়। একইভাবে, অনেক সময় রান্নায় বেশি চিনি পড়ে যায়। যে কোনও পদে চিনির মাত্রা বেশি হয়ে গেলে, তা খেতে মোটেও ভাল লাগে না। তাই এমন টিপস ও ট্রিকস জেনে রাখা দরকার, যা আপনার খাবারে অতিরিক্ত মিষ্টি স্বাদকে ঠিক করে দিতে পারে।

ডেজার্টের ক্ষেত্রে সবসময় চেষ্টা করুন চিনির বদলে অন্য কোনও মিষ্টি উপাদান ব্যবহার করার। ম্যাপেল সিরাপ, মধুর মতো উপাদান খাবারে মিষ্টি স্বাদ এনে দেবে। পাশাপাশি এটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কিন্তু যখন খাবার অতিরিক্ত মিষ্টি হয়ে যায়, তখন কী করবেন? রইল টিপস।

১) খাবারে বেশি চিনি পড়ে গিয়েছে বলে, অনেকেই নুন বা নোনতা জিনিস দিয়ে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেন। এতে খাবারের স্বাদ আরও বদলে যেতে পারে। মিষ্টি স্বাদ কমাতে নুন মেশাবেন না। এতে খাবারের মিষ্টি স্বাদ মোটেও কমে না। তাই এই টোটকা এড়িয়ে চলুন।

২) যখনই খাবারে মিষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাবে, এতে টক যোগ করুন। খাবারে পাতিলেবুর রস বা কমলালেবুর রস মিশিয়ে দিন। এতে আপনার মিষ্টি স্বাদ ব্যালেন্স হয়ে যাবে। ৩) লেবুর রস না থাকলে আপনি অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার, হোয়াইট ওয়াইন ভিনেগার, রেড ওয়াইন ভিনেগার বা রাইস ভিনিগারও ব্যবহার করতে পারেন। ভিনিগারের টক স্বাদ আপনার খাবারের মিষ্টি স্বাদকে ব্যালেন্স করে দেবে। ৪) শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, তেঁতো খাবার আপনার রান্নায় মিষ্টি স্বাদ কমিয়ে দিতে পারে। হাত ফসকে বেশি চিনি পড়ে গেলে, সেই রান্নায় মিশিয়ে দিন তেঁতো স্বাদের উপাদান। তা বলে, উচ্ছে-করলা নয়। মিশিয়ে দিন কোকো পাউডার। ডেজার্টে কোকো পাউডার মেশালে যেমন খাবারে স্বাদ আসবে, তেমনই মিষ্টিভাব কমে যাবে। এক চিমটে কোকো পাউডার মেশালেই আপনার রান্নায় মিষ্টির পরিমাণ কমে যাবে। ৫) কোনও তরকারি বা স্যুপে মিষ্টির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে, সেখানে কাজে আসতে পারে ঝাল। রান্নায় ঝালের পরিমাণ বেড়ে গেলে নিজে থেকেই কমে যাবে মিষ্টি স্বাদ। কাঁচা লঙ্কার কুচি, শুকনো লঙ্কা, চিলি ফ্লেক্স ইত্যাদি মিশিয়ে দিতে পারেন রান্নায়।

৬) তরকারি রান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু ভুলেও টমেটো সস ব্যবহার করবেন না। এতে আপনার পদটি আরও মিষ্টি মনে হতে পারে। তার বদলে তরকারিতে আপনি আলু বা টমেটো মেশাতে পারেন। ব্যালেন্স হয়ে যাবে স্বাদ।

এই গরমে হিট স্ট্রোক থেকে যেভাবে বাঁচবেন

এই গরমে ছোট থেকে বড় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এতে পাল্লা দিয়ে হিট স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ সময় সুস্থ থাকতে প্রচুর পরিমানে জল পান করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গরমে বেশিরভাগ শারীরিক সমস্যাগুলোই জলের অভাবে সৃষ্টি হয়।

তাই দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল অবশ্যই পান করতে হবে। আর যারা বাইরে কাজ করেন তাদের উচিত আরও বেশি পরিমাণে জল পান করা।শরীর ঠান্ডা করতে এ সময় আইস ওয়াটার বা ঠান্ডা জল দিয়ে বারবার শরীর ধোওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। প্রবল গরমে শরীরের তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। এ সমস্যা কাটানোর একমাত্র উপায় হলো স্নান করা।তাই সময় পেলেই স্নান করে নিন।

তবে খেয়াল রাখবেন, অতিরিক্তি কোনও জিনিষ শরীরের পক্ষে ভালো নয়। গরমে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়।এ সমস্যাটিরও মূল কারণ হলো শরীরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া। হিট স্ট্রোকের উপসর্গ আগে থেকে বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

হিট স্ট্রোক হলে শরীরে তাপমাত্রার ভারসাম্য থাকে না। আর ঘাম হয় ঘাম না হওয়ায় শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৩-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। তবে হিট স্ট্রোক হলে তা থেকে মস্তিষ্ক, কিডনি, হৃদযন্ত্রে প্রভাব পড়তে পারে। এক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

গরমে মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরার মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরার মতো উপসর্গও দেখা যেতে পারে। এমন সমস্যা হলে দ্রুত রোগীকে চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে

নিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে রোগীকে ঠান্ডা জলে স্নান বা ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বাইরে না বের হওয়াই ভালো।

বের হলেও সঙ্গে ছাতা বা টুপি অবশ্যই রাখুন। প্রয়োজনে দ্রুত কাজ সেরে ঠান্ডা স্থানে থাকুন। এ সমস্যা এড়াতে বেশি করে খেতে হবে, প্রয়োজনে লবণ পানি বা স্যালাইন পান করতে পারে। ছায়া বা ঠান্ডা জায়গায় থাকতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম হলে বমি হওয়া, মাথাব্যথা ও দুর্বলতা থাকলে ধরে নিতে হবে “হিট এগরশন”এ আক্রান্ত হয়েছেন। এ ধরনের অসুস্থতা বোধ করলে পোশাক ঢিলে করে দিতে হবে।

আপনার মেকআপই ব্রণর জন্য দায়ী নয় তো?

মুখে যদি ব্রণ হয়, তাহলে সাবধান হওয়া জরুরি। স্কিন কেয়ার থেকে শুরু করে লাইফস্টাইল, সব দিকে সমান নজর দিতে হবে। এমনকী ঘন ঘন মেকআপ করলেও সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যদি আপনার মেকআপ করার জন্য ব্রণর সমস্যা বাড়ে, তাহলে একটু নড়েচড়ে বসা দরকার। এমন মহিলার সঙ্গেই ঘটে থাকে, যেখানে মেকআপ করার পরদিনই মুখে ব্রণর উৎপাত শুরু হয়।

নরম্যাল স্কিন হওয়া সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটে। এমন বেশ কিছু কসমেটিক রয়েছে যা ব্রণর জন্য দায়ী। এই ধরনের সমস্যাকে বলা হয় অ্যাকনি কসমেটিকা।

অ্যাকনি কসমেটিকা হল এমন একটি অবস্থা, যেখানে মেকআপ ব্যবহারের পরই মুখে ব্রণ দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্রণ গালে, থুতনিতে বা কপালে দেখা যায়। সাধারণত মেকআপের জন্য যে ব্রণ বেরোয় তার মুখগুলো সাদা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ফুসকুড়িও বেরোয়। অনেক সময় ঠোঁটের উপরও ব্রণ বা ফুসকুড়ি বেরোতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে বুঝবেন আপনার লিপ বাম বা লিপস্টিকই দায়ী।

আপনার যে কসমেটিকে সমস্যা রয়েছে, তা বুঝতে হয়তো সময় লাগতে পারে। মুখে মেকআপ করার পরই যে হঠাতকরে ব্রণর উদয় হবে, এমন নয়। মেকআপের কারণে ব্রণ হতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মাসও কেটে যায়। এই কারণে মেকআপ ও ব্রণর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা বুঝতে অনেক সময় লেগে যায়। যদি মেকআপের কারণে আপনার ব্রণর সমস্যা হয়, তাহলে সাধারণ কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে।

১) মেকআপ পণ্যের উপর নজর দিন। ত্বকের জন্য সঠিক মেকআপ পণ্য বেছে নিন। মেকআপ কেনার আগে লেবেল পড়ে নিন। একই উপায় কাজে লাগান ত্বক ও চুলের প্রসাধনী পণ্য কেনার সময়।

২) হালকা মেকআপ করুন। মুখে খুব বেশি মেকআপ করবেন না। পাশাপাশি ধীরে-ধীরে মেকআপ লাগাবেন। ত্বকের উপর খুব বেশি চাপ দেবেন না।

৩) নিয়মিত মেকআপ ব্রাশ, ব্লেন্ডার ও স্পঞ্জ পরিষ্কার করুন। এই সব পণ্যের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা ব্রণর সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রতি সপ্তাহে এগুলো পরিষ্কার করুন।

৪) দিনের শেষ অবশ্যই মেকআপ তুলে ঘুমোতে যাবেন। প্রথমে মেকআপ রিমুভার বা নারকেল তেল দিয়ে মেকআপ তুলে ফেলুন। তারপর ফোমিং ফেসওয়াশের সাহায্যে মুখ ধুয়ে নিন। এরপরও রোমকূপে মেকআপ জমে থাকে। তাই পুনরায় ক্লিনজার ব্যবহার করে মুখ ধুয়ে নেবেন।

৫) ব্রণ হলে নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করুন এবং ত্বক ময়েশ্চারাইজ করুন। যদি ব্রণর সমস্যা না কমে তাহলে চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রবিবার সংহতি সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ফের উত্তেজনা, পাকিস্তানের উপর ক্ষোভ প্রকাশ বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১১ মে : শনিবার সন্ধ্যা ছটা নাগাদ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়, পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতিতে সম্মতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই ঘোষণার ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই সেই আশা ভঙ্গ হল। শ্রীনগর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাওয়ায় উদ্বেগ ছড়ায়। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ট্যুইট করে প্রশ্ন তোলেন, 'এ কী ধরনের সংঘর্ষবিরতি! গোটা শ্রীনগরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে।' কিছু সময় পরে তিনি ফের লেখেন, 'এটা কোনও যুদ্ধবিরতি নয়। শ্রীনগরে এয়ার ডিফেন্স ইউনিট সক্রিয় হয়ে উঠেছে।'

এই ঘটনার পর থেকেই সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গোলাগুলির খবর আসতে থাকে। গুজরাটের কচ্চ এলাকায় ড্রোন দেখা যায়। লুধিয়ানা ও অমৃতসরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ সচিব বিক্রিম মিশ্রি বলেন, "গত কয়েক ঘণ্টায় পাকিস্তান একাধিকবার সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে। সাম্প্রতিকভাবে দুই দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনসের মধ্যে সমঝোতা হলেও, পাকিস্তান তা মানছে না।" তিনি জানান, বাহিনীকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান যেন পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝে, সেই আবেদন জানানো হয়েছে।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমোডর রঘু আর নায়ার বলেন, "পাকিস্তান যে দুঃসাহস দেখিয়েছে, তার কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও এমন কিছু ঘটলে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।" তিনি জানান, জল, স্থল ও আকাশপথে সমস্ত সেনা তৎপরতা বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সীমান্তের দিকে পাকিস্তানের সেনা এগোচ্ছে। পাশাপাশি, শ্রীনগর, অবন্তীপোরা ও উধমপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছে তারা। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানান, রাত ১.৪০ নাগাদ পাকিস্তান পঞ্জাব সীমান্তে মিসাইল ছুড়েছিল। ভারত তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।

জানা গিয়েছে, জম্মুর একাধিক এলাকায় ড্রোন দেখা গিয়েছে। ভারতের এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কাজ শুরু করেছে। সীমান্তে গোলাগুলিও চলছে। এমনকী যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পরও জম্মুতে ব্ল্যাকআউট করা হয়।

সংঘর্ষবিরতির ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তান ফের আস্থা ভঙ্গ করেছে বলে মনে করছে প্রতিরক্ষা মহল। জম্মু থেকে পুঞ্চ পর্যন্ত সীমান্তে গোলাগুলি চলছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি নিয়ে মুখ খুললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, কাশ্মীর নিয়ে করলেন বড় দাবি

ওয়াশিংটন, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শনিবার, ১০ মে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে যে ঐতিহাসিক সমঝোতা হয়েছে, তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি জানান, এই চুক্তি হওয়ায় তিনি খুশি এবং এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে আমেরিকার ভূমিকা রয়েছে বলেও দাবি করেন।

ট্রাম্প লেখেন, "ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বকে নিয়ে আমি গর্বিত। তারা বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও নেতৃত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেনএখনই সময় উত্তেজনা থামানোর, যা না হলে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হতে পারত।" তিনি আরও লেখেন, "এই সাহসিক সিদ্ধান্ত তাঁদের ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করবে।"

নিজের পোস্টে ট্রাম্প কাশ্মীর নিয়ে বড়সড় মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে খুব বেশি কথা হয়নি, তবে আমি দুই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে যাচ্ছি। পাশাপাশি, আমরা একসঙ্গে চেষ্টা করব যেন 'হাজার বছরের' পুরনো কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়।" পোস্টের শেষে তিনি লেখেন, "এই অসাধারণ কাজের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্ব ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হোক।"

১০ মে সন্ধে ৫টা ৩৭ মিনিটে ট্রাম্প এক্স-এ প্রথম দাবি করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতিতে সমঝোতা হয়েছে। এরপরই পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী এবং ভারতের বিদেশ সচিব আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তির কথা জানান। তবে ভারত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, এই সমঝোতা সম্পূর্ণরূপে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা থেকেই হয়েছে।

সূত্র জানাচ্ছে, পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে ফোন করেন। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই শান্তি আলোচনার সূচনা হয়, যা পরে সংঘর্ষবিরতিতে রূপ নেয়।

পহেলগাঁও হামলার পর থেকে শুরু হয়েছিল উত্তেজনা ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা তীব্র আকার নেয়। ভারত, জবাবী পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তানের ভিতরে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে এয়ার স্ট্রাইক চালায়। সেই সময়েও ট্রাম্প ভারতের পাশে থাকার বার্তা দেন।

পাকিস্তান এর পাল্টা জবাবে সীমান্তে গুলি চালানো এবং ড্রোন হামলা শুরু করে, তবে ভারত প্রতিটি হামলার যোগ্য জবাব দিয়েছে বলে দাবি করেছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত ও তাপপ্রবাহের সতর্কতা, আইএমডি-র হলুদ সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১১ মে : ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ দেশের একাধিক অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত এবং তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা-তে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা**-র কিছু অংশে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এছাড়াও, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও তামিলনাড়ু**-র কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করবে বলে জানিয়েছে আইএমডি। কর্নাটক, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, আসাম এবং আশেপাশের বিভিন্ন রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলেও সতর্কতা জারি হয়েছে।

আজ দিল্লিতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজধানীর পরিস্থিতি হবে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, হালকা বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা, ঝড়ো হাওয়া: গতি ৩০—৪০ কিমি/ঘণ্টা, বজ্রঝড়ের সময়সীমায় সাময়িকভাবে ৫০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়তে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭—৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪—২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। সাধারণ মানুষকে আবহাওয়া বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইতিহাসে প্রথমবার সীমিত প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের উপর ব্রাহ্মোস মিসাইল দিয়ে ভারতের লক্ষ্যভেদ, সংঘাত নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১১ মে : ভারত ১০ মে ভোরে ইতিহাস সৃষ্টি করল, যখন প্রথমবারের মতো ব্রাহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলিতে নির্ভুল এবং সমন্বিত প্রতিক্রিয়া হানা চালাল। পাকিস্তানের একাধিক উসকানির প্রেক্ষিতে এই প্রতিরক্ষা পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যা ভারতের কৌশলগত সংযম বজায় রেখেই তীব্র ও প্রযুক্তিগতভাবে উচ্চতর আঘাত হানার সক্ষমতা প্রকাশ করল।

সেনা সূত্র জানায়, পাকিস্তানের রাফিকি (শোরকোট), মুরিদ (চকওয়াল), নুর খান (চাকলালা), রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর, চুনিয়ান (কসুর), স্কারদু, ভোলারি, জ্যাকোবাবাদ ও সরগোধা বিমানঘাঁটি এবং পাশরুর ও শিয়ালকোটের রাডার কেন্দ্রগুলিকে নিশানা করা হয়। বিশেষ করে ইসলামাবাদের নিকটে অবস্থিত নুর খান বিমানঘাঁটিতে হামলা, পাকিস্তানের কৌশলগত পরিকল্পনা বিভাগের কাছে থাকায়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

এই অভিযানে ব্যবহৃত হয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন হ্যামার গাইডেড বোমা, স্ক্যাল্প ক্রুজ মিসাইল এবং লোইটারিং মিউনিশনস। তবে ব্রাহ্মোসের যুদ্ধ-অভিষেক ছিল অন্যতম প্রধান মোড় ঘোরানো পদক্ষেপ। ভারতীয় বাহিনীর উচ্চ প্রযুক্তির নিখুঁত নির্ভুলতা পাকিস্তানের বিমান প্রতিরক্ষা এবং কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোল অবকাঠামো কার্যত অচল করে দেয়।

বিশেষ এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং, পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে জানিয়েছেন, এই হামলার উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়, বরং প্রতিরোধ।

"পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যথাযথভাবে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে," বলেন কর্নেল কুরেশি।

পাকিস্তানের তরফ থেকে একযোগে ২৬টির বেশি আকাশীয় অনুপ্রবেশের চেষ্টার পর এই কড়া প্রতিক্রিয়া আসে। ড্রোন ও দীর্ঘ-পাল্লার অস্ত্র ব্যবহারে উদমপুর, পাঠানকোট, আদমপুর এবং ভুজে সীমিত ক্ষতি হয়। পরে ১:৪০ মিনিটের পর পাকিস্তান মেডিক্যাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন উইং কমান্ডার সিং, যা তিনি "নীচু মানসিকতার কাপুরুষোচিত আক্রমণ" বলে আখ্যায়িত করেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতের একাধিক ঘাঁটি ধ্বংস করার দাবি ভারত সরকার নস্যাৎ করে। সাংবাদিক সম্মেলনে আদমপুর, সিসা ও নাগরোটার ব্রাহ্মোস ঘাঁটির টাইম-স্ট্যাম্পযুক্ত ছবি দেখিয়ে পাকিস্তানের দাবি মিথ্যা প্রমাণ করা হয়।

এই সামরিক পদক্ষেপ কেবল এক অভিযান নয়, বরং ভারতের নতুন কৌশলগত নীতির স্পষ্ট দৃষ্টান্তসুনির্দিষ্ট, স্মার্ট ও সামরিক ভারসাম্য রক্ষা করে গৃহীত পদক্ষেপ।

নুর খান ঘাঁটির উপর হামলার পরপরই, যা পাকিস্তানের পরমাণু অবকাঠামোর নিকটবর্তী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সরাসরি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে ফোন করে অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে সরাসরি ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেন।

পরবর্তী সময়ে হোয়াইট হাউসের এক গোপন কূটনৈতিক উদ্যোগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক বিবৃতিতে উভয় দেশের "সংযম ও নেতৃত্বের" প্রশংসা করেন এবং বলেন, "লক্ষ লক্ষ নিরীহ প্রাণ রক্ষা পেয়েছে... এই সাহসিক সিদ্ধান্ত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

ভারতের এই সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী সামরিক প্রতিক্রিয়া দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত মানচিত্রে নতুন এক বাস্তবতা সৃষ্টি করল প্রযুক্তিনির্ভর, নিয়ন্ত্রিত এবং কৌশলগতভাবে সুসংহত।

বিলোনিয়ায় শুরু হল বৈশাখী মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১মে: বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাব আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার শুভ উদ্বোধন হয় শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায়। ওরিয়েন্টাল ক্লাবের মুক্তমঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন। পাঁচ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন। আলোচনা শেষে মুক্তমঞ্চে শুরু হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শাখা সংগঠনের সংগীত ও নৃত্য অনুষ্ঠান। বৈশাখী মেলা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রদর্শনী মন্ডপ স্টল।এক কথায় বলতে গেলে বৈশাখী মেলা উপলক্ষে সকল অংশে জনগণের উপস্থিতিতে এক প্রাণবন্ত রূপ নেয়। বৈশাখী মেলা উপলক্ষে ওরিয়েন্টাল ক্লাব বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আজ এই প্রতিযোগি ও প্রতিযোগিনীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ওরিয়েন্টাল ক্লাব আয়োজিত বৈশাখী মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি, ক্লাব সভাপতি শ্রিবাস সেন সহ অন্যান্য কর্মকর্তা গন।

গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্পে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে ডিজে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন টিএসআর প্রথম বাহিনীর গকুলনগর ক্যাম্পের কমান্ডেন্ট ভানু পদ চক্রবর্তী। শুক্রবার গকুলনগর টিএসআর প্রথম বাহিনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে কমান্ডেন্ড ডিজে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন নতুন প্রজন্মকে রবীন্দ্র প্রেরণায় উজ্জীবিত করতে হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই ক্যাম্পের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অংকন প্রতিযোগিতা। এরপর প্রদীপ প্রজ্জলন করে ১৬৫তম কবিগুরুর জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন টিএসআর প্রথম বাহিনীর কমান্ডেন্ট ভানু পদ চক্রবর্তী এবং নৃত্যশিল্পী লিপিকা ব্যানার্জি সহ অতিথিরা। এরপর অনুষ্ঠিত হয় বীরবন্ধু স্কুলের কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্য গান আবৃত্তি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠান শেষে কচিকাঁচাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কমান্ডেন্ট সহ অতিথিরা।জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে টিএসআর বাহিনীর পরিবার সহ তাদের সন্তানরা ছিল উপস্থিত।

ভারত-পাক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে মিজোরামের কোলাসিবে সিভিল ডিফেন্স নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

কোলাসিব, ১১ মে: ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে মিজোরামের কোলাসিব জেলায় সিভিল ডিফেন্স অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোলাসিব জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক রবার্ট সি লালহমাঙ্গাইহা।

বৈঠকের শুরুতেই জেলা শাসক জানান, জেলা সিভিল ডিফেন্স অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করাটা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়। তিনি বলেন, 'জাতীয় অগ্রাধিকারই রাজ্য ও জেলার অগ্রাধিকার।'

তিনি কোলাসিব জেলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'আইজলের পর কোলাসিব রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জেলা। ইতোমধ্যে জেলাটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর তালিকা প্রধান সচিবের নির্দেশে প্রেরণ করেছে।'

তিনি সমস্ত সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সামাজিক মাধ্যমে সেনা চলাচল সংক্রান্ত তথ্য না শেয়ার করার অনুরোধ করেন।

কোলাসিবের পুলিশ সুপার ডেভিড এইচ লালথাংলিয়ানা সভায় বলেন, 'জেলা শান্তিপূর্ণ মনে হলেও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সিভিল ডিফেন্স অ্যাক্ট ১৯৬৮-এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব নাগরিককে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

জেলা কন্টোল রুম জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখায় স্থাপন করা হবে। থানাগুলি সাবসিডিয়ারি কন্টোল রুম হিসেবে কাজ করবে।

সিভিল ডিফেন্স অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে জেলা প্রশাসন পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করবে। সকল সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। জেলা পরিবহন কর্মকর্তাকে জেলার অন্তর্ভুক্ত সব যানবাহনের তালিকা তৈরি করে দিতে বলা হয়েছে, যাতে উদ্ধারকাজে ব্যবহারযোগ্য যানবাহন আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়।

আগামী সোমবার রাতে কোলাসিব ও ভাইরেংতে একটি এয়ার রেইড সাইরেন মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। সাইরেন বাজবে রাত ৮:৫৯-এ। ইনভার্টার ও সোলার লাইটসহ সব আলো বন্ধ রাখতে হবে। রাত ৯টা থেকে ৯:০৪ পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। স্থানীয় গ্রাম পরিষদ ও এনজিওগুলিকে এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে বলা হয়েছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকবে পুলিশ বিভাগ।বৈঠকে কোলাসিবের জেলা প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তা, পুলিশ, অতিরিক্ত জেলা শাসক, কাউন্টার ইন্সারজেন্সি অ্যান্ড জাঙ্গল ওয়ারফেয়ার স্কুল, এনএইচআইডিসিএল, রেল, নেপকো, মিজোফেড, বিভিন্ন অফিস প্রধান, এনজিও, গ্রাম পরিষদ প্রতিনিধি ও চার্চ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসন নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

সিইউইটি ইউজি ২০২৫: ১৩-১৬ মে'র পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশ করল এনটিএ

নয়াদিল্লি, ১১ মে: ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি সিইউইটি ইউজি ২০২৫-এর জন্য ১৩ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত নির্ধারিত পরীক্ষাগুলোর প্রবেশপত্র (অ্যাডমিট কার্ড) প্রকাশ করেছে। পরীক্ষার্থীরা এখন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ত্বড্ডব্রঠ.দ্রঙ্খথ.দ্ধত্বহ্রদ্র এ গিয়ে নিজেদের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, এ বছরের সিইউইটি ইউজি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল ৮ মে থেকে। তবে সময়সূচি সংশোধন করে এনটিএ জানিয়েছে, পরীক্ষা হবে ১৩ মে থেকে ৩ জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

এনটিএ নিশ্চিত করেছে যে, প্রতিটি পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত পরীক্ষার চার দিন আগে তার প্রবেশপত্র প্রকাশ করা হবে, যাতে সার্ভার সংক্রান্ত সমস্যা এড়ানো যায় এবং পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের ধাপসমূহ হল - ত্বড্ডব্রঠ.দ্রঙ্খথ.দ্ধত্বহ্রদ্র ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন, হোমপেজে 'ঙ্খড্ডক্ক ড্ডও জ্ঝদ্বঠ ঙ্খথন্ত্ম ২০২৫' লিংকে ক্লিক করুন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন, অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করুন।

পরীক্ষার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, অ্যাডমিট কার্ড ও পূর্বে প্রকাশিত সিটি স্লিপ উভয় তথ্য ভালোভাবে মিলিয়ে দেখতে। যদি কোনো গরমিল বা ত্রুটি দেখা যায়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে এনএটি-র হেল্পলাইন নম্বর ০১১-৪০৭৫৯০০০ অথবা ইমেল (ত্বড্ডব্রঠ-ড্ডত্বদ্রঙ্খথ.থত্বহ্রদ্র) এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সিইউইটি ইউজি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশিকা পরীক্ষা, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায়। পরীক্ষার্থীদের সকল পরীক্ষাসংক্রান্ত নির্দেশিকা যথাযথভাবে মানতে এবং নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান সিজফায়ারের পর খোলা হলো বাগলিহার ও সালাল বাঁধের একাধিক গেট

নতুন দিল্লি, ১১ মে: জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তৈরি হওয়া তীব্র উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারত চেনাব নদীর ওপর নির্মিত বাঁধগুলোর জল আটকে দিয়েছিল। তবে ১০ মে সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ উভয় দেশের মধ্যে সিজফায়ারের ঘোষণা হওয়ার পর একদিনের ব্যবধানে অর্থাৎ ১১ মে ভারত চেনাব নদীর বাগলিহার ও সালাল বাঁধের একাধিক গেট খুলে দিয়েছে। এর ফলে আবারও পাকিস্তানের দিকে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।

পহেলগামের হামলার পর ভারত একাধিক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তানের দিকে পানি প্রবাহ বন্ধ করা এবং পাকিস্তানি নাগরিকদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ। ভারত সরকার সাময়িকভাবে ইন্দাস জলচুক্তি স্থগিত করে এবং চেনাব নদীর জলের প্রবাহ আটকে দেয়। এর ফলে পাকিস্তানের দিকে চেনাব নদীর জলস্তর আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়।

প্রশাসন জানিয়েছে, সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে টানা বৃষ্টির কারণে বাগলিহার ও সালাল বাঁধে জলস্তর অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। বাঁধে অতিরিক্ত জল জমে থাকায় তা ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, জল না ছাড়লে বাঁধের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারত। যদিও সরকারিভাবে এখনো পর্যন্ত বাঁধের গেট খোলার প্রকৃত কারণ জানানো হয়নি।

গেট খোলার ফলে পাকিস্তানে চেনাব নদীর শুকিয়ে যাওয়া এলাকাগুলোতে আবারও জল প্রবাহিত হচ্ছে। এতে নদীর নিচু অঞ্চলগুলো প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানি প্রশাসন ইতিমধ্যেই কিছু এলাকায় বন্যার সতর্কতা জারি করেছে।

যদিও সিজফায়ার কার্যকর হয়েছে, তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি এখনো স্থগিত রয়েছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে জলসংক্রান্ত উত্তেজনা পুরোপুরি কাটেনি বলেই মনে করা হচ্ছে।

রবিবার আগরতলায় বিহু উৎসবের উপর এক সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, রাওয়ালপিণ্ডি-সহ ৪টি এয়ারবেস ধ্বংস, এয়ারস্পেস বন্ধ

নয়াদিল্লি/ইসলামাবাদ, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার চলমান সামরিক সংঘর্ষে পাকিস্তানকে বড়সড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পাল্টা হামলায় রাওয়ালপিণ্ডি, চকওয়াল, শোরকোট ও রাহিম ইয়ার খান-সহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ারবেস ধ্বংস হয়েছে। পাকিস্তান সাময়িকভাবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তার আকাশসীমা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে চালানো হামলায় রাওয়ালপিণ্ডির নূর খান বেস, চকওয়ালের মুরিদ বেস, শোরকোটের রফিকি বেস এবং রাহিম ইয়ার খানের বেস সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় ঞ্জজ্ঞ২১৮ ফ্লাইটটিকে কুয়েটার উপর আকাশে চক্কর কাটতে হয়েছে।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ এবং লাহোরে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। পাকিস্তানি সেনা দাবি করেছে যে ভারত থেকে ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তাদের সীমান্ত অতিক্রম না করে ভারতীয় ভূখণ্ডেই পতিত হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে চালানো একাধিক ড্রোন হামলার পর ভারতও পাল্টা জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের নীলম উপত্যকা এবং সিয়ালকোটে ভারতীয় বাহিনী প্রবল হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় পাকিস্তানের আরও সামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এস-৪০০, আকাশতীর, এল-৭০, জু-২৩ এবং শিলকা সহ অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে। এগুলি পাকিস্তানের ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা সীমান্ত লঙ্ঘনের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে, পাকিস্তানের প্রতিটি হামলার কড়া জবাব দিচ্ছে ভারত, এবং কৌশলগতভাবে আকাশ ও মাটিতে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে।

রাজৌরিতে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে অতিরিক্ত জেলা কমিশনার রাজ কুমার থাপা নিহত, মৃত্যু আরও দুই

রাজৌরি, ১১ মে : শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলা রাজৌরিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর লক্ষ্যভেদী গোলাবর্ষণে অতিরিক্ত জেলা কমিশনার রাজ কুমার থাপা নিহত হয়েছেন। পাকিস্তান সেনা তাঁর সরকারি বাসভবনকে সরাসরি লক্ষ্য করে হামলা চালায় বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, থাপার বাসভবনে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে নিক্ষিপ্ত আর্টিলারি শেল আঘাত হানার সময় তাঁর দুই স্টাফ সদস্য গুরুতর আহত হন। তাদের দ্রুত রাজৌরি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে থাপা হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদেরও মৃত্যু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, "রাজৌরি থেকে ভয়ঙ্কর খবর মিলেছে। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের একজন নিবেদিতপ্রাণ অফিসারকে হারালাম। মাত্র গতকালই তিনি উপমুখ্যমন্ত্রীর সফরে সঙ্গী ছিলেন ও আমি যে অনলাইন বৈঠকটি পরিচালনা করেছিলাম, তাতেও অংশ নেন।"

তিনি আরও লেখেন, "আজ তাঁর সরকারি বাসভবনে পাকিস্তান সেনার গোলা আঘাত হানে, যার ফলে আমাদের অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজ কুমার থাপা শহীদ হন। এই অকাল মৃত্যুর খবরে আমি স্তব্ধ ও শোকাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।" মুখ্যমন্ত্রী আরও আবেদন জানান, *"সবাই ঘরের ভিতরেই থাকুন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অর্থ সহায়তা পাকিস্তানকে, ভারত-পাক উত্তেজনা কমাবে না: ওমর আবদুল্লাহ

শ্রীনগর, ১১ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শনিবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পাকিস্তানকে অর্থ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, এই অর্থ সহায়তা ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে চলমান উত্তেজনা হ্রাসে কোনোভাবেই সহায়ক হবে না।

ওমর আবদুল্লাহ এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ লিখেছেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে মনে করে উপমহাদেশে উত্তেজনা কমবে, যখন আইএমএফ মূলত পাকিস্তানকে সেই সব গোলাবারুদের জন্য টাকা দিচ্ছে, যেগুলো দিয়ে তারা পুঞ্চ, রাজৌরি, উরি, তাংধারসহ আরও অনেক এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে?' শনিবার পুঞ্চ জেলার বেসামরিক এলাকায় পাকিস্তানের ভারী কামান হামলায় অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার নিহত হন।

সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তান শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে, যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সেনা দুইটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে। গুলিবিদ্ধ বিমানের পাইলটদের সন্ধান চালানো হচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে, তবে সরকারি নিশ্চিতকরণ এখনো আসেনি।

পাকিস্তান জম্মু শহরের রেহাড়ি আবাসিক এলাকাতেও হামলা চালিয়েছে, যেখানে একটি বাড়ি এবং বহু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা (জ্রদ্রঞ্ঝ) বরাবর শনিবার সকালেও ভারী গোলাবর্ষণ অব্যাহত ছিল। ভারতীয় সেনা প্রতিউত্তরে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষায় সক্রিয়ভাবে জবাব দিচ্ছে।

গত তিনদিন ধরে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে ড্রোন হামলা চালাচ্ছে, যার বেশিরভাগই ভারতীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। শনিবার সকালে শ্রীনগরে দুটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ও জম্মুর আখনূর শহরে তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। পুঞ্চের পুলিশ লাইন সরাসরি হামলার শিকার হলেও সেই ঘটনায় কোনো ভারতীয় প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন বেসামরিক ঘরবাড়ি, স্কুল, ধর্মীয় স্থানযেমন গুরুদ্বারা, মসজিদ এবং গীতা ভবনগুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত কয়েক দিনে নারী ও শিশু সহ অন্তত ১৬ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরও ৫৯ জন আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে কুপওয়াড়া, বারামুলা, উরি ও মেন্ধার। চলমান গোলাবর্ষণে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে; হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাড়িঘর ছেড়েছেন। পুঞ্চে সব বাজার বন্ধ এবং জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া, রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় জম্মুতে পুরোপুরি ব্ল্যাকআউট কার্যকর করা হয়। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, ১২ মে পরিস্থিতি পর্যালোচনার আগে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। শ্রীনগর বিমানবন্দর বর্তমানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এবং সমস্ত বেসামরিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। গত তিনদিন ধরে শ্রীনগর থেকে সৌদি আরবগামী হজ ফ্লাইটও স্থগিত রয়েছে।

এস-৪০০ ধ্বংসের পাকিস্তানের মিথ্যা দাবি পুরোপুরি খারিজ করল কেন্দ্র, জম্মু, শ্রীনগর ও উদমপুর সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে শোনা যাচ্ছে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ

নয়াদিল্লি, ১১ মে : ভারত সরকারের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি শনিবার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাকিস্তানের 'মিথ্যা' দাবি ভারতের এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস এবং সিসা ও সুরাট বিমানঘাঁটিতে আঘাত হানার সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও অসত্য। 'এই ধরনের দাবি আসলে পাকিস্তানের উস্কানিমূলক ও উত্তেজনামূলক আচরণেরই প্রমাণ,' বলেন তিনি "অপারেশন সিন্দুর" বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলনে। এদিকে, শনিবার ভোর থেকে জম্মু, শ্রীনগর ও উদমপুর সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে শোনা যাচ্ছে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানান, পাকিস্তান একাধিকবার ভারতের পশ্চিম সীমান্তে হামলা চালিয়েছে, ড্রোন, দীর্ঘপাল্লার অস্ত্র এবং যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে সেনা স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করেছে। তবে ভারতীয় বাহিনী সফলভাবে ২৬টিরও বেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিয়েছে।

উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং বলেন, 'পাক সেনাবাহিনীকে সামনের পোস্টগুলোর দিকে এগোতে দেখা যাচ্ছে, যা তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং উত্তেজনা আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং সব শত্রু তৎপরতার জবাব যথাযথভাবে দেওয়া হচ্ছে।'

শনিবার ভোরে জম্মু, শ্রীনগর ও উদমপুর সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। রাজৌরিতে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজ কুমার থাপা নিহত হন। পরে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ থাপ্পার বাসভবন ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৫ মে সকাল ৫টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত ভারতের ৩২টি বিমানবন্দর থেকে সব বেসামরিক উড়ান স্থগিত থাকবে। দিল্লি ও মুম্বই ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়নের ২৫টি এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস রুট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার পাকিস্তানের চালানো নতুন ড্রোন হামলার তরঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জম্মুর উত্তরাঞ্চল বারামুলা থেকে শুরু করে দক্ষিণের ভূজ পর্যন্ত ২৬টি স্থানে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানায়, সব ধরনের আকাশপথের হুমকি নজরে রাখা হচ্ছে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে উপযুক্ত কৌশলে।

ভারত ৭ মে "অপারেশন সিন্দুর" শুরু করে, যেখানে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে লক্ষ্যবস্তু নির্ভর হামলা চালানো হয়। ২২ এপ্রিল অনন্তনাগ জেলার পাহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল, তারই জবাবে এই অভিযান চালানো হয়। সবদলীয় বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, *'অপারেশন সিন্দুর'-এ কমপক্ষে ১০০ জন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

নরসিংহ জয়ন্তীতে আগরতলা ইসকন মন্দিরে বিশেষ পূজা ও যজ্ঞের

● আটের পাতার পর

আগরতলার ইসকন মন্দিরে আয়োজিত হয় বিশেষ যজ্ঞ, পূজার্চনা ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের। সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠিত হয় সংকীর্তন, বিশেষ পূজার্চনা ও প্রসাদ বিতরণ।

ইসকন মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান, নরসিংহ জয়ন্তী শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভক্তির মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম ও ন্যায়ের বিজয়ের প্রতীক।

ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এই দিনে ভগবান নরসিংহের আরাধনায় ভয় ও বিপদ থেকে মুক্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা অংশগ্রহণ করে ধর্মীয় আবহ তৈরি করেন।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত উত্তেজনার মাঝে কি আইপিএল এর নতুন সূচি প্রকাশ করবে বিসিসিআই?

মুম্বাই, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর, আইপিএল ২০২৫ পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। বিসিসিআই সূত্রে জানা গেছে, আজ রবিবারই প্রতিযোগিতার বাকি ম্যাচগুলোর নতুন সূচি প্রকাশ করতে পারে বোর্ড।

জানা গেছে, সম্প্রচার এবং প্রযুক্তিগত টিমকে আগের নির্ধারিত ভেনুগুলোতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তবে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা স্টেডিয়ামে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। সীমান্তের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ মাঝপথে স্থগিত হয়ে যায়। এই ভেনুটি আপাতত তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে।

তবে মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা ও হায়দরাবাদের মতো শহরগুলোতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলে সেখানেই অনুষ্ঠিত হতে পারে বাকি ১৬টি ম্যাচ, যার মধ্যে রয়েছে চারটি প্লে-অফের খেলা।

বিদেশি খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে এবং যুদ্ধবিরতি বজায় থাকলে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ টুর্নামেন্ট শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে বিসিসিআই-এর। ইতোমধ্যে দল-মালিক, সম্প্রচারকারী চ্যানেল ও সরকারি এজেন্সিগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছে বোর্ড।

বিসিসিআই-এর তরফ থেকে আজকের মধ্যেই একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

মা ও তাঁর প্রেমিকের হাতে ১০ বছরের শিশুর খুন, স্যুটকেসে ভরে লাশ ফেলা হলো ঝোপে

গুয়াহাটি, ১১ মে : অসমের গুয়াহাটিতে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে প্রাণ গেল এক ১০ বছর বয়সী শিশুর। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শিশুটিকে খুন করে তার দেহ একটি স্যুটকেসে ভরে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয় তার মায়ের প্রেমিক।

গুয়াহাটি (পূর্ব) থানার ডেপুটি কমিশনার মৃণাল ডেকা জানিয়েছেন, শনিবার শিশুটির মা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। অভিযোগে তিনি জানান, তার সন্তান টিউশনে যাওয়ার পর আর বাড়ি ফেরেনি। ডেকা বলেন, "আমরা তদন্ত শুরু করি এবং বাসিষ্ঠ মন্দিরের কাছে একটি ঝোপের মধ্যে একটি স্যুটকেস দেখতে পাই। খুলে দেখা যায়, শিশুটিকে খুন করে তার দেহ সেখানে ফেলা হয়েছে।" তদন্তের সময়, শিশুটির মায়ের প্রেমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এবং পুলিশকে স্যুটকেসের অবস্থান দেখান।

ডেপুটি কমিশনার বলেন, "আমরা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছি। শিশুটির মাকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার সম্ভাব্য জড়িত থাকা নিয়ে।" ঘটনাস্থলে ফরেনসিক দল এবং সিআইডি-র আধিকারিকরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। ডেকা আরও জানান, "শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, যা সোমবার সম্পন্ন হবে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।" এই বর্বরোচিত ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মা ও তাঁর প্রেমিকের হাতে ১০ বছরের শিশুর খুন, স্যুটকেসে ভরে লাশ ফেলা হলো ঝোপে

গুয়াহাটি, ১১ মে : অসমের গুয়াহাটিতে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে প্রাণ গেল এক ১০ বছর বয়সী শিশুর। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শিশুটিকে খুন করে তার দেহ একটি স্যুটকেসে ভরে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয় তার মায়ের প্রেমিক।

গুয়াহাটি (পূর্ব) থানার ডেপুটি কমিশনার মৃণাল ডেকা জানিয়েছেন, শনিবার শিশুটির মা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। অভিযোগে তিনি জানান, তার সন্তান টিউশনে যাওয়ার পর আর বাড়ি ফেরেনি। ডেকা বলেন, "আমরা তদন্ত শুরু করি এবং বাসিষ্ঠ মন্দিরের কাছে একটি ঝোপের মধ্যে একটি স্যুটকেস দেখতে পাই। খুলে দেখা যায়, শিশুটিকে খুন করে তার দেহ সেখানে ফেলা হয়েছে।" তদন্তের সময়, শিশুটির মায়ের প্রেমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এবং পুলিশকে স্যুটকেসের অবস্থান দেখান।

ডেপুটি কমিশনার বলেন, "আমরা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছি। শিশুটির মাকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার সম্ভাব্য জড়িত থাকা নিয়ে।" ঘটনাস্থলে ফরেনসিক দল এবং সিআইডি-র আধিকারিকরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। ডেকা আরও জানান, "শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, যা সোমবার সম্পন্ন হবে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।" এই বর্বরোচিত ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, উভয়পক্ষকে শান্তির পথে ফেরার আহ্বান মার্কো রুবিওর

ওয়াশিংটন, ১১ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সীমান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শনিবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তিনি দুই দেশকেই উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানান এবং গঠনমূলক সংলাপ শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস বলেন, "পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দুই পক্ষের উচিত এখন উত্তেজনা প্রশমনের উপায় খোঁজা এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সরাসরি যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। একইসঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনমূলক আলোচনার জন্য সহায়তা দিতে প্রস্তুত।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর পরে সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, *"আজ সকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিওর সঙ্গে ফোনে আলোচনা হয়েছে। ভারত সবসময়ই সংযত ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়েছে, এবং সেটিই আমাদের নীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।" এরইমধ্যে রুবিও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন। একই বার্তা দেন তিনিদুই দেশকেই উত্তেজনা কমানোর এবং ভবিষ্যৎ সংঘাত এড়াতে কার্যকর সংলাপের পথ খুঁজতে হবে।যুক্তরাষ্ট্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হওয়ার পর রুবিও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখপাত্র ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, "প্রেসিডেন্ট চান, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত দ্রুত প্রশমিত হোক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে তিনি এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন।"

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায়

● প্রথম পাতার পর

প্রথম সভায় প্রথমেই পেহেলগাও নিহত ভারতীয়দের এবং ভারত পাকিস্তানের এই অশান্তির পরিবেশে জঙ্গি হামলায় শহীদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

তারপর এদিনের সভায় একে একে বর্তমান সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণা রক্ষিত এবং রতন দাসকে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে পরিমল দেবনাথ এবং হিমাংশু দেবকে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও এদিনের বৈঠকে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় সিপিআইএম আগের জায়গা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিনের সভায় এই বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা বলেন, গোটা দেশে বিজেপি ও আরএসএস অপশাসন চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই মূল লক্ষ্য বামেদের। তাই এদিনের বৈঠকেও রাজ্যে যেসকল অপশাসন চলছে বিজেপি, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যেই আলোচনা হয়েছে।

সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি ভারত পাকিস্তান ইস্যুতে মুখ খুলেন। ট্রাম্পের মধ্যস্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তার কথায় দুই দেশের সরকারকে এর সমাধান বের করতে হবে। এর মধ্যে তৃতীয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কেন আসবেন। ভারত এবং পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস এর মধ্যেকার আলোচনার ২৪ ঘন্টা আগে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়ে দিলেন তার মধ্যস্থতায় ভারত এবং পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি ঘটেছে। এর তীব্র নিন্দা জানান তিনি। তৃতীয় দেশের ভূমিকা নিয়ে ভারত সরকারকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

চুরি যাওয়া সামগ্রীসহ ৩

● আটের পাতার পর

থেকে আইফোন, আইপ্যাড সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পরই পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে এবং অভিযানে চুরি যাওয়া সামগ্রীসহ তিনজনকে আটক করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে এবং তারা একটি সংঘবদ্ধ চোর চক্রের সঙ্গে যুক্ত। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চুরি ও অপরাধ দমনে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মহাকাশ গবেষেণায় নর্থ ইস্টের পড়ুয়াদের

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের প্রশংসা করেছেন। ডঃ নারায়ণন বলেন, আগামী মাসে নাসা-ইসরো সিন্থেটিক অ্যাপ্রোচ রাডার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা রয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১৩টি কলেজে পাঠরত ২৮টি রাজ্যের ১,৫০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে ডক্টরেট, স্নাতকোত্তর এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। মোট ৩৩ জন স্নাতক এবং ২০ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়, এবং নয়জন বিশিষ্ট ডক্টরেট পণ্ডিতকে মর্যাদাপূর্ণ আকোইজাম উধব সিং স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভাষণ পেশ করেন, কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইম্ফলের আচার্য ডঃ পিকে যোশি, উপাচার্য ডঃ অনুপম মিশ্র প্রমুখ। ইসরো চেয়ারম্যান ডঃ ভি নারায়ণ জানান, সিন্থেটিক অ্যাপ্রোচ রাডার স্যাটেলাইটটিতে দুটি প্রধান পেলোড রয়েছে এবং মাইক্রোওয়েভ রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট রয়েছে। তিনি বলেন, একটি পেলোড তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরেকটি তৈরি করেছে ভারত। এদিন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ ভি নারায়ণন বলেন, ভারতের জি২০ সভাপতিত্বের সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত একটি জি২০ স্যাটেলাইট তৈরি করবে।

এই স্যাটেলাইটের কাজ হবে জলবায়ু সম্পর্কিত কার্যকলাপ অধ্যয়ন করা। ইসরো প্রধান বলেন, জি২০ স্যাটেলাইটের ৫০ শতাংশ পেলোড ভারত থেকে আসবে এবং বাকি পেলোড অন্যান্য দেশ থেকে আসবে। ভারতের নিজস্ব লঞ্চ ভেহিকেল ব্যবহার করে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হবে। উৎক্ষেপণের পর উপগ্রহ দ্বারা সংগৃহীত তথ্য জি২০ দেশগুলির সাথে ভাগ করে নেওয়া হবে। ভারতের আসন্ন অভিযান এবং উৎক্ষেপণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৮ মে, পিএসএলভি দ্বারা আরএ-স্যাট, সি ব্যান্ড সিন্থেটিক রাডার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে। আগামী মাসে, গগনযাত্রীকে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো হবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার প্রফেসার ড. প্রদীপ কুমার যোশী, লেম্বুছড়াস্থিত ফিসারি কলেজের ডিন প্রফেসর এভি পাতিল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইসরোর চেয়ারম্যান তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকাশ বিভাগের সচিব ড. ভি নারায়ণ বলেন কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় একটি উচ্চ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা দেশে এবং দেশের বাইরে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। অনুষ্ঠানে ৯১জন গোল্ড মেডেলিস্ট শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা জানানো হয়।

আচমকা জলে ভেসে উঠা চড়ক গাছ নিয়ে দেওছরায় চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

আবার সেই পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিল।" ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই ভিড় জমেছে স্থানীয় মানুষদের। কেউ গাছটিকে ফুল ও ধূপ দিয়ে পূজা দিচ্ছেন, কেউ আবার ছবি তুলতে ব্যস্ত। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনা ঘিরে কি আবার নতুন করে চড়ক পূজার সূচনা হয় কিনা, নাকি এটি শুধুই একটি প্রকৃতির খেলা। তবে আপাতত দেওছড়া যেন ফিরে গেছে তিন দশকের পুরোনো কোনো স্মৃতির গন্ধে।

আগরতলায় এসে নিখোঁজ মনুবাজারের ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত মোবাইল ফোনে শেষবারের মতো যোগাযোগ হয়। তারপর থেকেই তাঁর ফোন বন্ধ পাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের পক্ষ থেকে মনু বাজার থানায় নিখোঁজ ডায়রি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে এবং বিভিন্নে স্থানে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে একজন পরিচিত ব্যবসায়ীকে ঘিরে এমন রহস্যজনক নিখোঁজের ঘটনায় পরিবারে এবং এলাকায় চরম উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অর্জুন বণিক আগে কখনও এভাবে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হননি।

নিখোঁজের ঘটনার দ্রুত সমাধান এবং অর্জুন বাবুর সুস্থ ফিরে আসার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ক্রীড়াঙ্গন

বাধারঘাটে নবনির্মিত সিন্থেটিক ট্র্যাকে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলিটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। বাধারঘাটে নবনির্মিত সিন্থেটিক ট্র্যাকে দারুন ব্যবস্থাপনায় উদ্যোক্তারা ভূয়ষী প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ, রবিবার ২৩তম স্টেট লেভেল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ২০২৪-২৫ বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেডিয়ামে নবনির্মিত সিন্থেটিক ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য ক্রীড়া আঙিনায় সাড়া জাগানো এই একদিনের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, রাজ্য বিধানসভার সদস্যা মিনা রানী সরকার, অন্তরা সরকার দেব, খেলো ইন্ডিয়া সাই ত্রিপুরা এক্সিলেন্স সেন্টারের হাইপারফরম্যান্স ডিরেক্টর সূর্যকান্ত পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্থার কার্যকরী সভাপতি তপন ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি পঙ্কজ বিহারী সাহা।

সারা রাজ্য থেকে দেড়-শতাধিক মাস্টার্স অ্যাথলেট এবারকার আসরে অংশ নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রেকর্ড। উল্লেখ্য, মোট ৬৮ টি ইভেন্টে দুই শতাধিক পদকের লড়াই ঘিরে আজ সারাদিন বাধারঘাটে দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নবনির্মিত সিন্থেটিক ট্র্যাক যেন একদিনের জন্য ক্রীড়া উৎসবের আকার ধারণ করে।

প্রতিটি ইভেন্ট শেষে বিজয়ীদের স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকে সম্মানিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়, আন্তর্জাতিক স্তরে পদক জয়ী এথলেটদের সংবর্ধিত করা হয়েছে। উদ্যোক্তা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি নিখিল সাহা এবং জেনারেল সেক্রেটারি আশীষ পাল প্রমুখ সংশ্লিষ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনূর্ধ-৯ রাজ্য দাবায় শীর্ষে শুভায়ন, শতনু, তেজস্বিনী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ৭ রাজ্য আসরের পর অনূর্ধ ৯ রাজ্য দাবায-ও দাপট দেখাচ্ছে মেট্রিক্স চেস একাডেমির খুদে দাবাড়ুরা। রবিবার থেকে দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। প্রথম দিনে তিন রাউন্ডের খেলা হয়। বালক বিভাগে আসরে অংশ নেয় ২৪ জন দাবাড়ু। তাতে ৩ রাউন্ডে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে শুভায়ন দাস এবং শতনু পাল। আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং রোহিল সাহা। দুই পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর সাদর্ভিক দত্ত, অয়নজিৎ নাগ, রুদ্রজিৎ পাল, শ্রীবাল্প প্রতাপ পাল, দীপ্তনীল দে, আবির দে, অদ্রিত রায় ভট্টাচার্য এবং দ্রীধায়ু কাশারি। বালিকা বিভাগে আসরে অংশ নিয়েছিল ১১ জন দাবাড়ু। তিন রাউন্ড শেষে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে মেট্রিস চেস একাডেমির তেজস্বিনী পোদ্দার। আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমির অবন্তিকা চক্রবর্তী, এস দিলশাদ। ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মেট্রিক চেস আকাদেমির ভার্গাভি ধর, ঐশানী ভৌমিক এবং ত্রিশিকা কামারাপু। সোমবার সকালে বালিকাদের শেষ রাউন্ড এবং বালকদের চতুর্থ রাউন্ডের খেলা হবে। দুপুরে বালক বিভাগের শেষ রাউন্ডের খেলা হবে। আসর পরিচালনা করছেন পান্না আহমেদ।

৬ষ্ঠ রাজ্য স্পোর্টস ক্যারাটেতে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জেলা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উৎসাহ এবং উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ রাজ্য স্পোর্টস ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। রবিবার ধলেশ্বরে প্রান্তিক ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য আসর। সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে আসর শুরু হলেও উদ্বোধন হয় দুপুর সাড়ে বারোটায়। উপস্থিত ছিলেন পূরপরিষদের চেয়ারম্যান সুখময় সাহা, ২৩ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মনি মুক্তা ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সভাপতি সরযু চক্রবর্তী, রাজ্য সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত, সহ-সভাপতি অধীর দেবনাথ এবং সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর। রাজ্যের আটটি জেলা থেকে প্রায় আড়াইশো জন খেলোয়াড় আসরে অংশ নেয়। মোট ৫৭ ইভেন্টে হয় প্রতিযোগিতা। আসরে একচ্ছত্র অধিপত্য দেখিয়ে সেরা হয়েছে পশ্চিম জেলা।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে ধলাই জেলা এবং সিপাহীজলা জেলা। আসর সুস্ঠ ভাবে সম্পর্ণ হওয়ায় সকল খেলোয়ার এবং অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য সংস্থার সচিব। তিনি বলেন, আসর থেকে জাতীয় আসরের জন্য ত্রিপুরা দল বাছাই করা হবে বিভিন্ন বিভাগে।

প্রাথমিক ভাবে বাছাই করা হয়ে গেছে। আগামী দিনে বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে হবে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। লক্ষ্য থাকবে জাতীয় আসর থেকে পদক জয় করে ফেরা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আবাসিক শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঘরোয়া সি-ডিভিশন ফুটবলে সবুজ সংঘকে হারালো পান্তৌয় স্পোর্টিং ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘুরে দাঁড়ালো পান্থুই স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম ম্যাচে ভারতরত্ন সংঘের বিরুদ্ধে পয়েন্ট ভাগ করার পর রবিবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পায় পান্থুই স্পোর্টিং ক্লাব। পরাজিত করে সবুজ সংঘকে। ২-০ গোলে।

রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল। প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে খেলা শুরু হলেও আকাশ কালো চাদরে ঢেকে নিতে স্বস্তির হাওয়া ছিল ফুটবলারদের মধ্যে।

এরই মধ্যে ইলশে গুড়ি বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মাঠ কিছুটা পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। ফলে সবুজ সংঘের অনভিজ্ঞ ফুটবলাররা কার্যত খেলতেই পারেনি। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে একপ্রকার দাপট দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় পান্থুই স্পোর্টিং ক্লাব। তবে দাপট দেখালেও জয় পেতে ঘাম ঝরাতে হয়েছে।

শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি পজেটিভ আক্রমণ করলেও বিপক্ষের রক্ষণভাগ প্রথমার্ধে ভাংতে ব্যর্থ হয় পান্থুই দলের ফুটবলাররা।

সবুজ সংঘের গোলরক্ষক সঞ্জিত ত্রিপুরা তিন কাঠির নিচে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। ৮৩ মিনিট পর্যন্ত বোকা বানাতে পারেননি সঞ্জিতকে। এরপরই শুরু হওয়া ঝড়ো আক্রমণে দিশেহারা হয়ে ওঠে সবুজ সঙ্গে রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। ওই সুযোগের ফায়দা তুলে ৮৪ মিনিটে বিশাল জমাতিয়া এবং খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে সঞ্জয় জমাতিয়া গোল করে পান্থুই স্পোর্টিং ক্লাবকে আসরের প্রথম জয় এনে দেন। রেফারি পল্লব চক্রবর্তী হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের রয়েল দেববর্মাকে।

তারকাহীন প্যারিস সঁ জরমঁ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে, সামনে ইন্টার, আবার ট্রফিহীন মরসুম আর্সেনালের

এক সময় এই দলে খেলে গিয়েছেন জাটান ইব্রাহিমোভিচ, রোনাল্ডিনহো, ডেভিড বেকহ্যামেরা। একসঙ্গে খেলে গিয়েছেন লিয়োনেল মেসি, নেমার, কিলিয়ান এমবাপেরা। কেউই একটি ট্রফি দিতে পারেননি। সেটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। এ বার প্যারিস সঁ জরমঁ দল পুরোপুরি তারকাহীন। নামকরা ফুটবলার নেই। তা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল তারা। বুধবার রাতে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল আর্সেনালকে।প্রথম পর্বে লন্ডনে গিয়ে ১-০ জিতে এসেছিল প্যারিস। ঘরের মাঠে দলকে জেতাল ফ্যাবিয়ান রুইজ এবং আচরফ হাকিমির গোল। আর্সেনালের বুকায়ো সাকা একটি গোল করলেও লাভ হয়নি।প্যারিসে নামকরা ফুটবলার না-ই থাকতে পারে। তবে কোচ হিসাবে যিনি রয়েছেন তিনি কোনও অংশে কম নন। প্যারিসের এই প্রত্যাবর্তনের পিছনে অনেকাংশেই রয়েছে লুই এনরিকের মস্তিষ্ক। বার্সেলোনায় নামকরা ফুটবলারদের সামলেছেন। দায়িত্বে ছিলেন স্পেন দলেরও। এ বার তিনিই প্যারিসের ভোল বদলে দিয়েছেন।গত বছর এমবাপে প্যারিস ছাড়ার পরে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল তা বুঝতেই দেননি এনরিকে। হাতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিয়েই দল গড়েছেন। তার ফলও পাওয়া যাচ্ছে। ২০২০ সালের পর আবার ফাইনালে উঠেছে পিএসজি। আগের বার বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হারলেও এ বার ট্রফি জিততে মরিয়া তারা।যদিও কৃতিত্ব নিজে নিতে রাজি নন এনরিকে। তিনি বলেছেন, "প্রথম দিন থেকেই বলেছিলাম, কঠোর পরিশ্রম করে ক্লাবের হয়ে নতুন ইতিহাস গড়তে হবে। সেই লক্ষ্য এখনও একই রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যে ট্রফির আশায় আমরা বসে আছি সেটা এ বার চাই। কোচ হিসাবে এখানে খুব ভাল ভাবে কাজ করছি। আমার সব রকম স্বাধীনতা রয়েছে।"আর্সেনালের কোচ মিকেল আর্তেতার মতে, দুই পর্ব মিলিয়ে তাঁরাই সবচেয়ে ভাল খেলেছেন। স্রেফ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি বলে জিততে পারেননি।

টেস্ট থেকে অবসরের পথে কোহলিও

এ বার বিরাট কোহলি। রোহিত শর্মার পর তিনিও অবসরের পথে। যা জানা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে কোহলি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চান না।

গত বুধবার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। তিনি সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কোহলি এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানাননি। কিন্তু লাল বলের ক্রিকেটে আর না খেলার ইচ্ছার কথা বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইংরাজি দৈনিক 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এই খবর জানিয়েছে।

সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ - তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও তরুণ সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলা আগামীকাল (সোমবার)। স্থানীয় এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা ১১:০০ টায় খেতাবি লড়াই শুরু হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। যদিও দুই দল সুপার সিক্স এ নিজেদের মধ্যে একবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল। এতে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৪৫ রানের ব্যবধানে তরুণ সংঘ কে পরাজিত করেছিল। এই ম্যাচে ব্লাড মাউথ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান সংগ্রহ করেছিল। জবাবে তরুণ সংঘ ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। উল্লেখ্য, দুই মাসাধিককাল আগে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের টুর্নামেন্টের ফাইনালেও ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং তরুণ সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। এতে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৩ উইকেট এর ব্যবধানে তরুণ সংঘ কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছিল। আগামীকাল লক্ষ্য রয়েছে টি-টোয়েন্টি ট্রফি জয় করে দ্বি-মুকুট খেতাব অর্জনের। পক্ষান্তরে তরুণ সংঘ চাইছে বিগত ম্যাচগুলোর পরাজয়ের জবাব দিয়ে আগামীকাল টি-টোয়েন্টি ট্রফি ঘরে তুলে নিতে।

গোলাঘাটিতে লিটল মাস্টার ক্রিকেটে কেবিআই-কে হারিয়ে সেরা ইলেভেন স্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়ন হলো ইলেভেন স্টার। ফাইনালে ইলেভেন স্টার ৬ উইকেটে পরাজিত করে উদয়পুরের কে বি আই-কে। লিটল মাস্টার চ্যালেঞ্জার ট্রফি অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেটে। সিপাহীজলা প্লে সেন্টারের উদ্যোগে সিপাহীজলা স্কুল মাঠে রবিবার অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় উদয়পুরের কে বি আই দল মাত্র ১২৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শানিত ২৭ এবং শিবম দেবনাথ ২৮ রান করেন। ইলেভেন স্টারের পক্ষে অর্কজিৎ রায় তিনটি এবং তনয় মন্ডল দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ইলেভেন স্টার। দলের পক্ষে শঙ্খনীল ৩৩ এবং দেবাংশু দত্ত ৩০ রান করেন। ফাইনাল ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের শঙ্খনীল। আসরের সেরা শ্রীমন দেবনাথ, সেরা বোলার অর্কজিৎ রায়, সেরা ব্যাটসম্যান সিদ্ধার্থ দেবনাথকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির লিটল মাস্টার ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি বীরেন্দ্র ভাটনগর, দীপক ভাটনাগর, অঙ্কিতা ভাটনাগর,বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ এবং ইয়ং ব্লাড ক্লাবের সভাপতি শচীন্দ্র দত্ত প্রমুখ।

জয় দিয়ে সূচনা বিদ্যাপীঠের বিলোনিয়ায় স্কুল ক্রিকেট শুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরুতেই দুর্দান্ত জয় বিদ্যাপীঠ স্কুলের। সিনিয়র ক্লাব লীগের পর এবার শুরু হল বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উত্তর বিলোনিয়া স্কুল মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের প্রথম দিন, শনিবার অনুষ্ঠিত হয় একটি ম্যাচ। উদ্বোধনী ম্যাচে এদিন অংশ নেয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ ও নবোদয় স্কুল। দুই দলই জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ময়দানে নামলেও শেষ পর্যন্ত জয়ের তকমা নিয়ে লড়াই শুরু করতে সক্ষম হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ। দিনের ম্যাচে বিদ্যাপীঠ ৩ উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ নবোদয়কে। সকালে বিদ্যাপীঠ টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় নবোদয়। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি নবোদয় এর ক্রিকেটাররা। ২০ ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে বিদ্যাপীঠের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩০ রানের সাহায্যে ইনিংসে ১২৩ রান তুলতে সক্ষম হয় নবোদয়। ইনিংসে দলের মিডল অর্ডার দুই ব্যাটসম্যান রাজদীপ সরকারের অপরাজিত ৩৮ রান ও স্বর্ণদ্বীপ ভৌমিকের ২১ রানের সাহায্যেই এই রান তুলে নবোদয়। বিদ্যাপীঠের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে তিনটি করে উইকেট নেয় সন্দীপ দেববর্মা ও রূপক ভৌমিক। জবাবে জয়ের জন্য ১২৪ রানের টার্গেট নিয়ে বিদ্যাপীঠ ব্যাট করতে নেমে সাতজন ব্যাটসম্যান কেহারিয়ে ১২৬ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান দীপ্তনু পাল (২৯) ও দীপরাজ দাস (২১) এবং রূপক ভৌমিকের (৩৫) হাত ধরেই এদিন সহজ পেল বিদ্যাপীঠ। নবোদয় এর বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট নেয় দিগন্ত দাস, সাগর মগ ও স্বর্ণদ্বীপ ভৌমিক।

হার্দিকের দোষেই হার মুম্বইয়ের, দলকে 'হারিয়ে' শাস্তিও পেলেন মুম্বইয়ের অধিনায়ক

টান টান ম্যাচে শেষ বলে গুজরাত টাইটান্সের কাছে হেরেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এই হারের দায় অনেকটাই হার্দিক পাণ্ডের। তাঁর দোষেই শেষ ওভারে চাপে পড়েছে মুম্বই। দলের হারের পাশাপাশি শাস্তিও পেতে হয়েছে মুম্বইয়ের অধিনায়ককে। সাজা পেয়েছেন প্রথম একাদশের বাকি ক্রিকেটারেরাও।মুম্বই-গুজরাত ম্যাচ বৃষ্টির কারণে দু'বার বন্ধ হয়। শেষ বার যখন খেলা বন্ধ হয় তখন জিততে গুজরাতের দরকার ১২ বলে ২৪ রান। কিন্তু বৃষ্টিতে সময় নষ্ট হওয়ায় সেই লক্ষ্য দাঁড়ায় ৬ বলে ১৫ রান। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, রাত ১২.২৫ মিনিটের মধ্যে খেলা শেষ করতে হত। কিন্তু মাঠ শুকিয়ে যাওয়ার পরেও হার্দিকেরা খেলা শুরু করতে দেরি করেন। হার্দিক নিজে সাজঘরে বসেছিলেন। আম্পায়ার তাঁকে নীচে ডাকেন। তার পরে খেলা শুরু হয়।হার্দিকেরা মাঠে নামতে দেরি করায় খেলা শুরু হতে দেরি হয়। রাত ১২.২৫ মিনিটের বদলে খেলা শুরু হয় রাত সাড়ে ১২টায়। দেরি করায় শাস্তি পায় মুম্বই। ফলে শেষ ওভারে ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে পাঁচ জনের বদলে চার জন ফিল্ডার রাখতে পারে তারা। সেই ওভারের শুরুতেই চার মারেন রাহুল তেওতিয়া। যদি বাউন্ডারিতে পাঁচ জন ফিল্ডার থাকত তা হলে হয়তো চার আটকানো যেত। সে ক্ষেত্রে গুজরাতের জিততে সমস্যা হত।বৃষ্টিতে দ্বিতীয় বার খেলা বন্ধ হওয়ার সময় মুম্বই ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ৪ রানে এগিয়ে ছিল। অর্থাৎ, আর খেলা না হলে মুম্বই জিতত। হার্দিক হয়তো ভাবছিলেন সময় নষ্ট করলে খেলা শুরু করার সময় পেরিয়ে যাবে। আর নামতে হবে না। সেই কারণেই কি ইচ্ছা করে দেরি করেন তিনি? তাতে অবশ্য লাভের বদলে লোকসান হয় মুম্বইয়ের।খেলা শেষে মন্থর বোলিংয়ের জন্য হার্দিককে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এর আগেও এক বার জরিমানা হয়েছে তাঁর। দ্বিতীয় বার এই ভুল করলেন মুম্বইয়ের অধিনায়ক। প্রথম একাদশের বাকি ক্রিকেটারদেরও জরিমানা হয়েছে। তাঁদের ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ বা ৬ লক্ষ টাকা (যে ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ কম হবে) জরিমানা করা হয়েছে।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর জেরে বন্ধ ধর্মশালা বিমানবন্দর ! সরতে পারে ম্যাচ, আইপিএলের দুই দল বিপাকে

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দেশের একাধিক বিমানবন্দর। ধর্মশালা বিমানবন্দরও আগামী ১০ মে ভোর ৫.৩০ পর্যন্ত বন্ধ। তার জেরে বিপাকে পড়েছে আইপিএলের দুই দল দিল্লি ক্যাপিটালস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বোর্ডকর্তারাও সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজছেন। শোনা যাচ্ছে, ধর্মশালা থেকে মুম্বই ম্যাচও সরে যেতে পারে। সেই ম্যাচ হতে পারে ডিওয়াই পাটিল অথবা ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে।পঞ্জাব কিংস নিজেদের শেষ তিনটি হোম ম্যাচ খেলছে ধর্মশালায়। সেই মাঠে খেলতে গেলে সাধারণত ধর্মশালা বিমানবন্দরেই নামে দলগুলি। এই মুহূর্তে দিল্লি দল ধর্মশালায় রয়েছে। দু'দিন পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পৌঁছোনোর কথা। তবে বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়ায় বোর্ডের যাবতীয় পরিকল্পনা ঘেঁটে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার পঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলে দিল্লি নিজেদের শহরে ফিরবে। অন্য দিকে, মুম্বই নিজেদের শহর থেকে ধর্মশালায় আসবে। কী ভাবে এই দুই দল যাতায়াত করবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। কারণ, ধর্মশালা স্টেডিয়ামের কাছাকাছি আরও যে দুই বিমানবন্দর রয়েছে, সেই অমৃতসর এবং চণ্ডীগড়ও বন্ধ।বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "আপাতত আমরা অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরও বন্ধ থাকায় আমাদের হাতে আর বিকল্প নেই। দেখা যাক কী হয়। দুটো দল ইতিমধ্যেই ধর্মশালায় রয়েছে। পরের দিকে মুম্বইও আসবে। আপাতত দিল্লি বিমানবন্দর ছাড়া হাতে কোনও বিকল্প নেই। তবে সেখান থেকে সড়কপথে লম্বা যাত্রা করে ধর্মশালা পৌঁছোতে হবে। সরকার কী নির্দেশ দেয়, সবাই সে দিকেই তাকিয়ে।"পঞ্জাব এবং দিল্লি এখনও কোনও নির্দেশ পায়নি। তবে মুম্বইয়ের পরিকল্পনা বদলাতে পারে। তারা নির্ধারিত বিমানের টিকিট বাতিল করে দিয়েছে কি না এখনও স্পষ্ট নয়। বিমানবন্দর বন্ধ থাকলে টিকিট বাতিল করা ছাড়া আর উপায়ও নেই।

ঠান্ডা মাথার নেহরাও রেগে আগুন, ম্যাচ জিতেও বোর্ডের থেকে শাস্তি পেলেন গুজরাতের কোচ

এমনিতে তিনি ঠান্ডা মাথার কোচ বলেই পরিচিত। তবে কিছু কিছু সময় মাথা গরমও হয়। মঙ্গলবার ছিল সে রকমই একটা দিন। মাথা গরম করে শাস্তি পেলেন গুজরাতের কোচ আশিস নেহরা। তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করে বিসিসিআই।বোর্ড জানিয়েছে, নেহরা শৃঙ্খলাবিধির ২.২০ ধারা ভেঙেছেন, যা ক্রিকেটের স্বার্থের বিরোধী। সে কারণেই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি শাস্তি মেনে নিয়েছেন। একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে নেহরাকে।বোর্ডের তরফে ব্যাখ্যা না দেওয়া হলেও মনে করা হচ্ছে, আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করার কারণেই শাস্তি পেয়েছেন তিনি। বৃষ্টির কারণে বার বার ম্যাচ থামায় তিনি এমনিতেই বিরক্ত ছিলেন। তা আরও বাড়ে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তে।দ্বিতীয় বার বৃষ্টি নামার পর থেমে গেলেও ম্যাচ শুরু হওয়ার সময় ক্রমশ পিছোতে থাকে। রাত ১২.০৯-এ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে রাত ১২.২৫ করা হয়। শেষমেশ শুরু হয় ১২.৩০-এ। বৃষ্টি না পড়লেও কেন ম্যাচ শুরু করা হচ্ছে না তা নিয়ে আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করেন নেহরা।গুজরাত রান তাড়ার সময় শুরুর দিকেই ঝিরঝির বৃষ্টি পড়তে থাকে। তবু আম্পায়ারেরা খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অধিনায়ক শুভমন গিল গিয়ে প্রতিবাদ করলেও লাভ হয়নি। পাওয়ার প্লে হওয়ার পরেই খেলা বন্ধ করেন আম্পায়ারেরা।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য ভারতীয় সেনাকে বাহবা জানিয়ে ইডেনে বাজল জাতীয় সঙ্গীত, আইপিএলে প্রথম জনগণমন!

আইপিএলে প্রথম বার ম্যাচ শুরুর আগে বাজল জাতীয় সঙ্গীত। ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের আগে বাজল জাতীয় সঙ্গীত। ভারতীয় সেনাকে বাহবা জানিয়ে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হল। দুই দলের ক্রিকেটারেরা মাঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। ব্যতিক্রম দক্ষিণ আফ্রিকার ডোয়াইল্ড ব্রেভিস।মঙ্গলবার রাতে জঙ্গিদের বহু ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে তারা।পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা ২৬ জন ভারতীয়কে গুলি করে হত্যা করেছিল। তার বদলা হিসাবেই মঙ্গলবার ভারতীয় সেনা জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ করে।

ছেলে মেয়েদের মধ্যে মানবতাবোধ গড়ে তুলতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: আমাদের আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানবতাবোধ গড়ে তোলা আবশ্যক। শুধুমাত্র পরীক্ষার নম্বর নয়, ক্যারিয়ার সর্বস্বতা নয়, ছেলেমেয়েরা গড়ে উঠুক মানবতাবোধ নিয়ে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে। আজ আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে আয়োজিত এক রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা এই কথা বলেন। তিনি বলেন শিশুদের মধ্যে মানবতাবোধ গড়ে তুলতে সহর্ষ পাঠক্রমের মডিউল তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মাঝে মাঝে রাজ্যে রক্তের ঘাটতি দেখা দিলেও প্রয়োজন অনুসারে তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। কোভিড এবং নির্বাচনের সময়ে স্বেচ্ছা রক্তদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে তা পূরণ করার জন্য রাজ্যের জনগণের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেই ঘাটতি মোকাবিলায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন।

মানুষের সেবার মাধ্যমেই আত্মতৃপ্তি বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে এক দেশ এক ভোট ব্যবস্থা কার্যকর হলে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন জনিত প্রশাসনিক অসুবিধা দূরীভূত হবে। রক্তদানে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে সামাজিক সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি বলেন রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে বছরে প্রায় ৪০ হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। গত আর্থিক বছরে প্রায় ৪২ হাজার ইউনিট রাজ্যে রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। রক্তদানের ভয় ভীতিকে দূর করে এগিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী সকলের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বনমালীপুর শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দিরে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের বিষয়সমূহ তুলে ধরেন এবং তিনি এই ধরনের সামাজিক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রক্তদান উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র, বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকারের সময়কালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা ও সংগঠন রক্তদান কর্মসূচিতে এগিয়ে এসেছেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান তথা প্রবীণ সাংবাদিক সুবল কুমার দে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রামঠাকুর সেবা মন্দিরের সম্পাদক স্বপন কুমার বনিক।

বিদেহী চতুর্থ মহন্ত মহারাজ ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধন তিথি উপলক্ষে প্রতিবছরের মত এবছরও বনমালীপুর শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দিরে আজ রক্তদান উৎসব আয়োজিত হয়। চল্লিশ জনেরও বেশি রক্তদাতা এই রক্তদান উৎসবে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

ফাঁকা বাড়িতে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১১ মে: ফাঁকা বাড়িতে চোরের হানা। ৩০ হাজার টাকা চুরি করে পালালো চোরের দল। ঘটনা অমরপুর গোবিন্দটিলা এলাকায়।

চলছে অমরপুর ঐতিহ্যবাহী সাতদিনব্যাপী বৈশাখী মেলা আর এই মেলার দ্বিতীয় দিনে হাত সাফাই করল নিশি কুটুম্বের দল। অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন গোবিন্দ টিলা এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে ঘরের আসবাবপত্র কাপড়-চোপড় লন্ডভন্ড করে নগদ ৩০ হাজার টাকা সহ রুপোর গহনা চার ভরি এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল।

ঘরের মালিক জানান গতকাল তারা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির নির্জনতার সুযোগ পেয়ে চোরের দল নগদ অর্থ সহ নানান সামগ্রী নিয়ে চম্বার দেয়। মহকুমা পুলিশ প্রশাসন বারংবার মহকুমা বাসীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বৈশাখী মেলা চলাকালীন সময়ে বাড়ি ফাঁকা অবস্থায় ফেলে রেখে কোথাও না যাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। অমরপুর বৈশাখী মেলা রাজ্যের একটি অন্যতম মেলার রূপ ধারণ করে মেলা চলাকালীন, ভিড় আনন্দ সহ উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে পড়েন সকলেই। এই ফাঁকে চোরের দলগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে বলে দাবি জানান পুলিশ প্রশাসন। তাই পুলিশ প্রশাসন আবেদন আবেদন জানিয়েছেন ফাঁকা বাড়ি রেখে কোথাও না যাওয়ার জন্য।

চুরি যাওয়া সামগ্রীসহ ৩ কুখ্যাত চোর গ্রেফতার

আগরতলা, ১১ মে: চুরি যাওয়া মূল্যবান সামগ্রীসহ তিন কুখ্যাত চোরকে গ্রেফতার করে এনসিসি থানার পুলিশ বড়সড় সাফল্য অর্জন করেছে। ধৃত তিনজন 'নিশিকুটুম্ব' দলের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অভিযুক্তরা আইএস অভিষেক চন্দের কুঞ্জবন এলাকায় অবস্থিত আবাসন● আটের পাতার পর

চিকিৎসকের অভাবে ধুকছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল, দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ মে: দীর্ঘদিন ধরেই ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল নানাহ কারণে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। যদিও অস্বীকার করার উপায় নেই স্থানীয় বিধায়িকা সহ রাজ্যের সরকার এই হাসপাতালের পরিকাঠামগত উন্নয়ন থেকে শুরু করে সার্বিক ব্যাবস্থাপনার মানোন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ জারি রেখেছেন, কিন্তু এরপরেও হাসপাতালের বেহাল অবস্থায় ভুগতে হচ্ছে বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ"কে।এবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ হচ্ছে, রাত্রিবেলা মুমূর্ষু রোগী থেকে শুরু করে অসুস্থ শিশুকে কোলে নিয়ে সাধারণ মানুষরা চিকিৎসকের জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করলেও নাইট ডিউটিতে নিয়োজিত থাকা চিকিৎসকের কোন খবর নেই।এমনকি তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ"কে আসামি"কে নিয়ে মেডিকেল চেকআপ করানোর জন্য ঘন্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হয়েছে এমনটাই চিত্র শনিবার রাতের। যদিও ঘন্টা দুই এক পরে অপর একজন চিকিৎসক অর্থাৎ ডক্টর সমীর চরণ দেববর্মা যিনি ২ টা থেকে ৮ টা পর্য্যন্ত ডিউটি পালন করেছিলেন, তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়ে পুনরায় রোগী দেখতে শুরু করলে কিছুটা স্বস্থির আবহ তৈরি হয়।প্রায় সময় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে যারা বিভিন্ন কারনে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে যান, তাদেরকে এই প্রকারের বিরম্বনায় পড়তে হয়। মূলত এই সমস্ত বিষয়ের নাটের গুরু মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক রাজা জমাতিয়া। রাজা জমাতিয়া তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর থেকেই এই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা একেবারে তলানির দিকে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। অভিযোগ, হাসপাতাল কিভাবে চলছে ,চিকিৎসক সহ চিকিৎসা কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছেন কিনা ,ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পরিবর্তে এস.ডি.এম.ও সাহেব নিজের প্রাইভেট চেম্বার নিয়ে ব্যাস্ত। বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর, হাসপাতালে রোগীরা বাঁচল কি মরল, চিকিৎসক নিজের দায়িত্ব পালন করছেন কি করছেন না , সার্বিকভাবে সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবাগত বিষয় গুলো মহকুমা হাসপাতালে প্রযোজ্য হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় গুলো দেখার বদলে এস.ডি.এম.ও সাহেব অধিকাংশ সময় প্রাইভেট চেম্বার নিয়ে ব্যাস্ত থাকেন তেলিয়ামুড়া শহরে। কিন্তু দিনের পর দিন যদি সাধারণ মানুষ"কে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পরিষেবা নিতে গিয়ে ভুগতে হয় তাহলে এটা কিন্তু সত্যি সত্যি বেমানান। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের দাবি ক্রমান্বয়ে জোরালো হচ্ছে।

রাষ্ট্র সর্বোপরি প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে একলব্য ক্যাম্পাস, লেম্বুছড়া, ত্রিপুরা-য় 'রাষ্ট্র সর্বোপরি' শীর্ষক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিটি "অপারেশন সিন্দুর" নামে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি অভিযানকে সমর্থন জানিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি সম্মিলিত প্রয়াস হিসেবে আয়োজিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটির একলব্য ক্যাম্পাসের নির্দেশক প্রফেসর মখলেশ কুমার উপাধ্যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং যে কোনও মূল্যে জাতীয় সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দিলেন প্রফেসর বিপিএম শ্রীনিবাস, ড. স্বর্গ কুমার মিশ্র, ও ড. নন্দদুবান মন্ডল প্রমুখ শিক্ষকমণ্ডলীর সদস্যরা।

ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মী ও অশিক্ষক কর্মীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন, এবং তাঁদের দেশপ্রেম ও ঐক্যবদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে ক্যাম্পাস থেকে এক শোভাযাত্রার আযোজন করা হয়, যা জাতীয় সংহতি ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মনোভাবের প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করে।

এই প্রচারাভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্বাত্রসমাজ ও একাডেমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সম্মিলিত দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানটি দেশপ্রেম ও ঐক্যের প্রতি এক নতুন প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ এলাকাবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১১ মে: আবারো রাস্তার কাজের গুণগতমান নিয়ে অভিযোগের আঙ্গুল উঠলো এলাকাবাসীদের তরফে। ঘটনা খোয়াই পুর পরিষদের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে। ঠিকেদার আশীষ মোদকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

খোয়াইয়ে অফিসটিলা এনপিসি পাড়ায় রাস্তার কাজে এলাকাবাসীর দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। অফিস টিলা ঘোষপাড়ায় রাস্তার ধারে ড্রেন এবং রাস্তার ঢালাই এর কাজ চলছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, যে পরিমাণে সিমেন্ট দেওয়ার কথা তা দেওয়া হচ্ছে না, অফিসিয়াল ওয়ার্ক অর্ডার মোতাবেক কাজ করছে না ঠিকাদার। তাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের অভিযোগ মূলে তারা দাবি করেছেন রাস্তার কাজ যেন গুণগতমান ঠিক থাকে। এইভাবে যদি ঠিকাদার কাজ করে যান, যেকোনো সময় পিডব্লিউডি আধিকারিকের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান এলাকাবাসী।

দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১মে ঃ দ্রুতগতিতে চলা বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক পথচারী। ঘটনাটি সংঘটিত হয় ধর্মনগর মহকুমার কালিকাপুর এলাকায়। ধর্মনগর মহকুমার চন্দ্রপুরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ২২ বছরের যুবক আকাশ পাল তার টিআর০৫-এফ-৬৮২২ নম্বরের বাইক নিয়ে দ্রুত গতিতে কালিকাপুর থেকে ধর্মনগরের দিকে আসছিল। দ্রুত গতিতে আসার সময় বাইকের ধাক্কায় এক পথচারী গুরুতর আহত হয়। পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে যুবক আকাশ পাল রাস্তায় ছিটকে পড়ে। যার ফলে বাইক চালক আকাশ পালও গুরুতর আহত হয়।

এলাকাবাসীরা দমকল কর্মীদের খবর দিলে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহত দুজনকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। দমকল কর্মীর কাছ থেকে জানা যায়, বাইক চালক আকাশ পাল নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিল এবং বাইকটি দ্রুতগতিতে চালাচ্ছিল বলে জানায় স্থানীয় বাসিন্দারা দমকল কর্মীকে। বাইক চালক এবং আহত পথচারী কালিকাপুরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৬০ বছর বয়সের ব্রজেন্দ্র দেবনাথের চিকিৎসা চলছে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে।

নরসিংহ জয়ন্তীতে আগরতলা ইসকন মন্দিরে বিশেষ পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন

আগরতলা, ১১ মে: বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হলো নরসিংহ জয়ন্তী। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনে ভগবান বিষ্ণু অর্ধ-মানব ও অর্ধ-সিংহ রূপে 'নরসিংহ' অবতারে আবির্ভূত হন, হিরণ্যকশিপুর দম্ভ ও অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। এই শুভ দিনে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের দর্শন মনকে আকৃষ্ট করে ঃ ডা. মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। শ্রীশ্রী রবিশঙ্করজীর আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের দর্শন মানুষের মনকে আকৃষ্ট করেছে। মানুষ নিজের সত্বা ও পরিচিতি জানতে পারছে এবং মানবজাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করছে।

আজ আগরতলার বনমালিপুরস্থিত আর্ট অব লিভিং কার্যালয়ে শ্রীশ্রী রবিশঙ্করজীর ৬৯তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আর্ট অব লিভিং ত্রিপুরা অ্যাপেক্স বডি আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে যেভাবে হিংসা ও সংঘাত এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তার থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শক শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর। তার মার্গদর্শণ আজকের দিনে খুবই প্রাসঙ্গিক। শান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীশ্রী রবিশঙ্করজীর প্রদর্শিত পথ সমাজের জন্য মঙ্গলদায়ক।

তাই শ্রীশ্রী রবিশঙ্করজীর দর্শন, চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাতে উপকৃত হবে সমাজ।

মানসিক চাপ মুক্ত রাখতে ও সুস্থ জীবন যাপনের লক্ষ্যে তিনি যোগ্যাভ্যাস ও ধ্যানের যে পথ দেখিয়েছেন বর্তমান সময়ে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোট বেলা থেকে এই অভ্যাস তৈরি করা দরকার। বিশেষ করে নেশামুক্ত সমাজ গঠনে এই ধরণের অভ্যাস গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আর্ট অব লিভিং কর্তৃপক্ষকে রক্তদান শিবির আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য সংস্থাকে ও রক্তদানে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। রাজ্যে আর্ট অব লিভিং এর শিক্ষা সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি সমূহ বিস্তারিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আর্ট অব লিভিং ত্রিপুরা জ্ঞান ক্ষেত্রের এডমিন শিবশংকর চক্রবর্তী, রবিশঙ্কর বিদ্যামন্দিরের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যা অনিন্দিতা রায় বর্মণ এবং ত্রিপুরা রিচার্স কো-অর্ডিনেটর ত্রিবেনী দেববর্মা।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আর্ট অব লিভিং ত্রিপুরা এ্যাপেক্স বডির সদস্য সুমিত দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে কথা বলে তাদের উৎসাহিত করেন।

১০মজলিশপুর কর্মচারী মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করলেন মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে: ১০মজলিশপুর কর্মচারী মঞ্চের উদ্যোগে রবিবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

রাজ্যে রক্তের সংকট দূর করার জন্য রাজ্যবাসীদের কাছে আবেদন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রতিনিয়তই রক্তদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন। সেই লক্ষ্যে রবিবার ১০-মজলিশপুর কর্মচারী মঞ্চের উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কর্মচারী মঞ্চের সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন ও পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন মানুষের সেবা করা মানে ভগবানের সেবা করা। আর রক্তদানের মধ্য দিয়ে সেই মানবসেবার মহান কর্মযজ্ঞে সবাইকে শামিল হওয়ার আবেদন করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম মসজিদের ইমাম, হামলাকারী আটক

আগরতলা, ১১ মে: মধুপুরের ব্রজেন্দ্রনগর জামে মসজিদে এক চাঞ্চল্যকর হামলার ঘটনা ঘটেছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন মসজিদের ইমাম। জানা গেছে, এক যুবক ইমামের কান কেটে গুরুতর জখম করে পালানোর চেষ্টা করলে এলাকাবাসী তাকে ধরে ফেলে। হামলাকারীর নাম মুসলেম মিয়া (২৬), বাড়ি পাশের মতিনগর এলাকায়। স্থানীয়রা জানায়, হামলার সময় মসজিদ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরপরই এলাকাবাসী মুসলেম মিয়াকে ধরে ফেলে হাত-পা বেঁধে গণধোলাই দেয়। পরে তাকে মধুপুর থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মধুপুর থানার ওসি জানান, আটককৃত মুসলেম মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হামলার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চলছে। আহত ইমামকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করেছে 'শ্রীচরনেষু মা'

বিশ্ব মাতৃ দিবসে মা-দের প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। বিশ্ব মাতৃ দিবসে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স রবিবার, ১১ মে, ২০২৫ তারিখে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠে 'শ্রীচরনেষু মা' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। 'শ্রীচরনেষু মা', আসলে এক বিশেষ মাতৃ দিবস উদযাপন, মাতৃত্ব কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর এক আন্তরিক প্রয়াস। এটি এমন এক উদ্যোগ যা সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক মাতৃত্ব কে সম্মান জানানোর জন্য, তাদের চরনে হাত দিয়ে প্রণাম জানানোর মতো এক ঐতিহ্য।

এই বছরের উদযাপনটি মায়েদের থাকার জায়গা দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ এ আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি সেই সব মায়েদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে যারা এখন জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন, যাদের এই সময়টা অনেক ভালোবাসা ও যত্নের প্রয়োজন হয়। তাই তাদের জন্য অনেক ভালবাসা, উপহার ও আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়েছিল। সাথে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে আজকের মতো প্রতি মাসে যোগা গুরু যোগীবিশ্ব-র সাহায্যে মা দের সুস্থ ও আনন্দে রাখার প্রয়াস নেওয়া হবে।

আদ্যাপীঠ এর প্রাণ পুরুষ ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই ও দীপা মা আজকের অনুষ্ঠানে আশীর্বাদক রূপে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাতৃ আলোচনা সবাইকে ভাবুক করে তুলে। মুরাল ভাই ও দীপা মা, দুজনেই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এই উদ্যোগের ভূয়াসী প্রসংশা করেন এবং এই প্রয়াসের ধারাবাহিকতা রাখার কথা বলেন।মুরাল ভাই বলেন ," মাতৃঋণ কখনও শোধ করা যায় না , স্বীকার করা যায়। শ্রীচরণেষু মা হলো মাতৃঋণ স্বীকার করার প্রয়াস। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স কে অনেক শুভেচ্ছা আদ্যাপীঠ এর মাতৃ মন্দিরে মা দের সুস্থতা ও আনন্দের জন্য এই ধরনের প্রয়াস নেবার জন্য।"

অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই ও দীপা মা শুভ হাত দিয়েই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মাতৃ দেবী বেলা সাহা-র আবক্ষ মূর্তির শুভ উন্মোচন হয়।

তারপর প্রখ্যাত যোগা বিশেষজ্ঞ যোগীবিশ্ব মা দের সুস্থ থাকার প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেন ও বিশেষ থেরাপি র মাধ্যমে মা-দের শারীরিক ব্যথা বেদনা কমানোর প্রয়াস নেন।

এদিন মায়েদের মুখের যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল তাদের মনের ও হৃদয়ের সমস্ত আনন্দকে প্রতিফলিত করছিল।

দীপা মা বলেন, "মায়েরা আমাদের এই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। মায়ের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের দায়িত্ব। বিশেষ করে এমন বয়সে যখন তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের 'শ্রীচরনেষু মা' সেদিক থেকে দেখলে এমনই এক পদক্ষেপ যা মায়েদের মুখে এক রৌদ্রোজ্জ্বল হাসি ফোটাতে পারে যারা এখন জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, " 'শ্রীচরনেষু মা' মাতৃত্বের প্রতি নিদেদিত এক বিশেষ উদ্যোগ। আমরা সব সময় চেষ্টা করি যাতে সমাজের কাজে লাগতে পারি। সামাজিক কোনো কাজে যখনই কোনো দরকার পড়েছে তখন আমরা পাশে থাকার চেষ্টা করেছি"।" তিনি আরো বলেন, "দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ-এ 'শ্রীচরনেষু মা' উদযাপন করতে পেরে খুবই আনন্দ পেয়েছি। কারণ এই উদযাপন মায়েদের মুখে যে হাসি ও দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছে তার চেয়ে এই পৃথিবীতে আর মূল্যবান কিছু নেই।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও দিদি সুচরিতা রায় উপস্থিত সব মায়েদের উপহার তুলে দেন। এদিনের কর্মসূচী একসাথে সবাই মিলে প্রসাদ ভোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় যা এক মিষ্টি সুরের রেশ ছেড়ে যায়,

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas